CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-187 ■ 15 April, 2025 ■ আগরতলা ১৫ এপ্রিল , ২০২৫ ইং ■ ১ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কংগ্রেস সংবিধানকে ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত করেছিল ঃ প্রধানমন্ত্রী

হিসার, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, কংগ্রেস সংবিধানকে ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। যখনই তাঁরা অনুভব করেছিল যে, তাদের হাত থেকে ক্ষমতা সরে যাচ্ছে, তখনই তাঁরা সংবিধানকে পদদলিত করেছে, ঠিক যেমনটি তারা জরুরি অবস্থার সময় করেছিল। সংবিধানের চেতনা স্পষ্টভাবে বলে যে, সকল নাগরিকের জন্য একটি সাধারণ দেওয়ানি বিধি থাকা উচিত, যাকে আমি ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধি বলি। কিন্তু কংগ্রেস কখনও তা বাস্তবায়ন করেনি। উত্তরাখণ্ডে, আমরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধি বাস্তবায়ন করেছি কিন্তু কংগ্রেস এর বিরোধিতা করে চলেছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার হরিয়ানার হিসারে, হিসার বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন এবং অযোধ্যার উদ্দেশ্যে বিমানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আজ সংবিধান প্রণেতা

বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী। তাঁর জীবন, তাঁর সংগ্রাম, তাঁরা জীবনের বার্তা, এটি আমাদের সরকারের ১১ বছরের যাত্রার অনুপ্রেরণার স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি দিন, প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি নীতি... বাবা সাহেব আম্বেদকরকে উৎসর্গীকৃত। আমাদের লক্ষ্য হলো বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত, দরিদ্র, আদিবাসী, নারীদের জীবনে পরিবর্তন আনা এবং তাদের স্বপ্ন পূরণ করা। এর জন্য নিরন্তর উন্নয়ন, দ্রুত উন্নয়ন... এটাই বিজেপি সরকারের মন্ত্র।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আপনাদের কাছে আমার প্রতিশ্রুতি ছিল, যারা চপ্পল পরে তারাও বিমানে চড়বে এবং আমরা সারা দেশে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ হতে দেখছি। একদিকে, আমাদের সরকার যোগাযোগের উপর জোর দিচ্ছে... অন্যদিকে, এটি দরিদ্র কল্যাণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারও নিশ্চিত করছে। এটি ছিল বাবা সাহেবের স্বপ্ন, আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের আকাঙ্ক্ষা।'

কৃষকদের সুখ-দুঃখে তাঁদের সবচেয়ে বড় সঙ্গী হল ডাবল ইঞ্জিন সরকার। আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, আমাদের প্রচেষ্টা হল হরিয়ানার কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। হরিয়ানার বিজেপি সরকার এখন রাজ্যের ২৪টি ফসল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয় করে। হরিয়ানার লক্ষ লক্ষ কৃষকও প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। সোমবার হরিয়ানার যমুনা নগরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এখন রেওয়ারির মানুষও বাইপাসের উপহার পেয়েছে।এখন রেওয়ারি বাজার, চৌরাস্তা এবং রেলগেটে যানজট থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। এই চার লেনের বাইপাসটি যানবাহনগুলিকে খুব সহজেই শহর থেকে বের করে দেবে। দিল্লি থেকে নানৌল যাত্রায় এক ঘণ্টা কম সময় লাগবে। আমি আপনাকে এই জন্য অভিনন্দন জানাই।'প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমাদের কংগ্রেসের দিনগুলিও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ২০১৪ সালের আগে, যখন কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ছিল, আমরা সেই দিনগুলিও দেখেছি যখন সারা দেশে ব্ল্যাকআউট এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাট হত। কংগ্রেস সরকার যদি ক্ষমতায় থাকত, তাহলে আজও দেশকে একই রকম ব্ল্যাকআউটের মধ্য দিয়ে যেতে হত। না কারখানা চলতে পারত, না ট্রেন চলতে পারত, না ক্ষেতে জল পৌঁছাতে পারত।অর্থাৎ, যদি কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় থাকত, তাহলে এই ধরনের সংকট টিকে থাকত। আমরা প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু করেছি। আপনাদের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করে আপনি আপনার বিদ্যুৎ বিল শূন্যে কমাতে পারেন। শুধু তাই নয়, উৎপাদিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করেও আপনি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।' ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলপুরে আম্বেদকরের কর্মসূচিতে

সিপিএম কর্মীর উপর হামলা প্রতিবাদে থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: আম্বেদকরের জন্মদিনের কর্মসূচিতে বিজেপি দুষ্কৃতকারীরা হামলা চালিয়েছে। ওই হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন কমলপুরের বাম তপশিলী নেতা অনিল দাস। এমনটাই অভিযোগ তুলে ওই ঘটনার প্রতিবাদে থানা ঘেরাও করেন সিপিএম সর্মথকরা। ওই ঘটনায় ৪৬ নং সুরমা কেন্দ্রের বামনছড়া পঞ্চায়েতের হটাৎ বাজারে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে ৪৬ নং সুরমা কেন্দ্রের বামনছড়া পঞ্চায়েতের হটাৎ বাজারে দেশের সংবিধান প্রনেতা ডক্টর বি আর আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মদিন পালন করতে গিয়েছিলেন সিপিএমের কর্মী সর্মথকরা। আচমকাই ওই কর্মসূচিতে বিজেপির দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। তাতে মারাত্মক ভাবে জখম হয়েছেন সি পি আই (এম)''র কমলপুর মহকুমা কমিটির সদস্য অনিল দাস।

অভিযোগ, আজ সকালে ভারতের সংবিধান প্রনেতার জন্মদিন যখন পালন করার শেষ পর্য্যায়ে এলাকার কিছু দুর্বৃত্ত লাঠি ও অস্ত্র নিয়ে সি পি আই (এম)কর্মীদের উপর হামলা চালায়। এতে দলের মহকুমা কমিটির সদস্য অনিল দাস ''র মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লাগে। আরও কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হয়। এই ঘটনায় বামনছড়া এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বামন ছড়া এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এরই প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে থানাও ঘেরাও করেন সিপিএম সর্মথকরা।

শ্বশুরের লালসার শিকার পুত্রবধূ, চাঞ্চল্য, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল : শ্বশুরের নরকীয় পাশবিক লালসার শিকার হয়েছেন গৃহবধূ। ওই ঘটনায় সোনামুড়া মহাকুমার তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ড এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পর্রবতী সময়ে শ্বশুরের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোনামুড়া মহকুমার তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ড এলাকার বয়স চল্লিশের মুখলেস মিয়ার ছেলে মফিজ মিয়া গাজা এবং ইয়াবা ট্যাবলেট ব্যবসার খাতিরে চেন্নাইয়ে অবস্থান করছে। এদিকে বাড়িতে রয়েছে মুখলেস মিয়া এবং তার পুত্রবধূ সহ দুই ছোট ছোট নাতি। গতকাল রাতে বাজার থেকে ঠান্ডা শরবতের সাথে নেশা সামগ্রী মিশিয়ে খাইয়ে দেয় পুত্রবধুকে বলে অভিযোগ। শ্বশুর মুখলেস মিয়া পুত্রবধূকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ।

এদিকে, সোমবার সকালে ধর্ষিতা পুত্রবধূ তার বাবার বাড়িতে খবর দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত শ্বশুরের বিরুদ্ধে সোমবার সোনামুড়া থানায় মামলা দায়ের করেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুষ্কৃতির আগুনে ভস্মিভূত রাবার বাগান ক্ষতি ৩০ লাখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ এপ্রিল : গত ১১ই এপ্রিল, দুপুরবেলায় এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী রইল সীমান্তবর্তী করালিয়া টিলা সংলগ্ন আস্মুইদার ডুং এলাকাটি। উত্তর কলম চৌড়া এলাকার প্রাক্তন উপ-প্রধান আব্দুল সালামের রাবার বাগানে রহস্যজনকভাবে আগুন লেগে যায়। স্থানীয়রা জানিয়েছে, দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই আগুন লাগানো হয়েছে বলে সন্দেহ।

প্রায় ৬০০টি রাবার গাছের এই বাগানটি ছিল সালাম পরিবারের একমাত্র জীবিকার উৎস। সন্তানদের লেখাপড়া থেকে শুরু করে সংসারের যাবতীয় খরচ মেটানো হত এই রাবার উৎপাদনের মাধ্যমেই। হঠাৎ এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সব কিছু ছাই হয়ে যায়।

আব্দুল সালাম জানান, দুপুর তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে আগুন লাগার খবর তিনি জানতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, স্থানীয়দের চেষ্টাতেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আম্বেদকরের আদর্শকে অনুসরণ করেই সরকার কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরের আদর্শকে অনুসরণ করেই রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে। তাঁর আদর্শকে পাথেয় করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আজ সকালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের স্টেট মিউজিয়াম প্রাঙ্গণে আয়োজিত ড. বি আর আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, ড. আম্বেদকর ছিলেন একজন পন্ডিত, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংবিধান আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। নিপীড়িত মানুষের জন্যে তিনি যেভাবে কাজ করেছেন, লড়াই করেছেন তা আজও সবাইকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর শিক্ষা, মেধা, বাগ্মিতার জন্য তিনি ছিলেন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে তিনি আজীবন ঘৃণা এবং বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাঁর এই লড়াইকে আজও সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধুমাত্র জন্মবার্ষিকী পালনের মধ্যদিয়েই ড. বি আর আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানালে চলবে না, তিনি যে পথ আমাদের দেখিয়ে গেছেন তা অনুসরণ করে আজকের ছাত্রছাত্রীদের বড় হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ড. বি আর আম্বেদকরের দেখানো পথকে অনুসরণ করে রাজ্যের বর্তমান সরকার মানুষের সার্বিক কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। ২০২৩ সালে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে বিধানসভা ভবনের সামনে ড. বি আর আম্বেদকরের পুর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। তপশিলি জাতি গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা যাতে ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রি-মেট্রিক, পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ সহ বিভিন্ন বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ড. বি আর আম্বেদকর এক নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন, যেখানে থাকবেনা অস্পৃশ্যতা, ঘৃণা ও বৈষম্য। সর্বত্র বিরাজ করবে ন্যায় ও সমতা। এজন্যই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৈদ্যনাথের মূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে টিঙ্কু

সিপিএম অফিসের সামনে মূর্তি নির্মাণ করতে চাইলে সাহায্য করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: সিপিআইএম অফিসের সামনে বৈদ্যনাথ মজুমদারের মূর্তি নির্মাণ করতে চাইলে সাহায্য করা হবে। আজ প্রয়াত বৈদ্যনাথ মজুমদারের মূর্তির জায়গায় রাম মূর্তি প্রতিস্থাপন নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়ে এমনটাই বললেন চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

এদিন তিনি বলেন, ২০১৮ সালের বৈদ্যনাথ মজুমদারের মূর্তি জনরোষের কারণে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। তাতে বিজেপির কেনো হাত ছিল না। কারণ, দীর্ঘ ২৫ বছরে বাম অপশাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল ত্রিপুরাবাসী। শুধুই জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, এই ভাঙা মূর্তির কারণে প্রতিনিয়ত যান দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে। যান দুর্ঘটনার কারণে ওই মূর্তি সরিয়ে ফেলার জন্য অনেকেই লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ওই স্থানে শ্রী রামের মূর্তি গড়া হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমিউনিস্টের শাসনকাল থেকে রাজ্যে রাজনৈতিক খুন শুরু হয়েছিল ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: ত্রিপুরায় কমিউনিস্টের শাসনকাল থেকে রাজনৈতিক খুন শুরু হয়েছিল। কংগ্রেসের আমলে রাজনৈতিক খুন হত না। আজ কমলাসাগর মন্ডলে সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন ডঃ বি.আর. আম্বেদকর জীর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এমনটাই দাবি করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন তিনি বলেন, কংগ্রেসের আমলে ডঃ বি.আর. আম্বেদকরকে নির্বাচনে হারাতে বিভিন্ন রণকৌশল করা হয়েছিল। যিনি ভারতের সংবিধান রচনা করেছিলেন তাঁকে কংগ্রেস এবং সিপিএম সম্মান করে নি। আসলে সংবিধানকে কংগ্রেসও মানে না। তাঁরা শুধু পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিকে বুঝে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার আম্বেদকরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় কমিউনিস্টের শাসনকাল থেকে রাজনৈতিক খুন শুরু হয়েছিল। কংগ্রেসের আমলে রাজনৈতিক খুন হত না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর সময়কাল থেকে রাজনৈতিক খুন শুরু হয়েছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তাছাড়া, উপস্থিত ছিলেন কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়িকা অন্তরা সরকার দেব, বিশালগড় বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত দেব, ভারতীয় জনতা পার্টি সিপাহীজলা জেলা সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী, সিপাহীজলার জেলার সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত কমলাসাগরের মন্ডল সভাপতি কাজল সরকার সহ বিশিষ্টজনেরা।

চা বাগানে নিয়তি তাঁতির বাড়িতে পাঁচন খেলেন সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: হরিশনগর চা বাগানে নিয়তি তাঁতির বাড়িতে বসে পাঁচন খেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

আজ চৈত্র সংক্রান্তির বিশেষ দিনটিতে হরিশনগর চা বাগানে নিয়তি তাঁতির বাড়িতে সমস্ত বাগান শ্রমিক ভাই বোনেদের সাথে বসে পাঁচন খেলেন সাংসদ বিপ্লব। পরবর্তী সময়ে তাঁদের সঙ্গে বসে অনেকটা সময় অতিবাহিত করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

শুভেচ্ছা ও ছুটি

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে জাগরণ-এর সকল পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আজ মঙ্গলবার ১লা বৈশাখ, ১৪৩২ বাং ১৫ এপ্রিল ২০২৫ ইং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে জাগরণ ও রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর সকল কর্মীদের ছুটি। তাই, বুধবার ১৬ এপ্রিল এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

হাইকোর্টের নির্দেশে মহিলা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: উচ্চ আদালতের নির্দেশক্রমে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ কণিকা নাথ ভৌমিক নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল।

কণিকা নাথ ভৌমিক নামে এক মহিলাকে আটক করলেন পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। জানা গেছে তার বিরুদ্ধে উচ্চ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা,১৫ এপ্রিল,২০২৫ ইং
১ বৈশাখ,মঙ্গলবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

স্বাগত হে নববর্ষ

ক্যালেন্ডারের পাতায় একটি বছরকে বিদায় এবং অপর বছরকে স্বাগত জানানোর রীতি মানব সমাজে সুদীর্ঘকালের। বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ প্রসাবে মাতোয়ারা হইয়া ওঠেন বাঙালিরা। বাংলা নববর্ষ বাঙ্গালীদের অন্যতম প্রধান উৎসব। বাংলা নববর্ষে ভোজন রসিক বাঙালিরা রকমারি ভোজনের আয়োজন করিয়া থাকেন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালি সমাজ ব্যবস্থায় বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যতই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগুক না কেন বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব কোন অংশেই কমিয়া যায় নাই। গ্রাম ত্রিপুরায় গুরু জন দের প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ নেওয়ার রেওয়াজ চালু রহিয়াছে। নববর্ষে অনেকেই নতুন কাপড় পরিধান করেন। সারা বছর যাতে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে পারেন সেই জন্য অনেকেই নববর্ষে বিশেষ পূজার্চনায় শামিল হন। মন্দিরগুলিতে এদিন সকাল থেকেই ভক্ত প্রাণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়। ফেলিয়া আসা বছরকে বিদায় জানাইতে এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানাইতে সাংস্কৃতিক প্রেমে মানুষজন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও শামিল হন। বাঙ্গালীদের এই ঐতিহ্য ধরিয়া রাখিতে সকলকে আরো যত্নবান হইতে হইবে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় পশ্চিমবিংশ সংস্কৃতির করাল গ্রাস যেভাবে আমাদের বাঙালি সমাজকে গ্রাস করিতে শুরু করিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত করিতে হইলে বাংলা নববর্ষ পালন সহ বাঙ্গালীদের নানা কৃষ্টি সংস্কৃতি আরো বেশি করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলা নববর্ষে ইহাই হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার। বাংলা নববর্ষ আমাদের সংস্কৃতিতে কিভাবে এলো তাহা জানিতে হইলে আমাদের অবশ্যই বাংলা নববর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে জানিতে হইবে। পহেলা বৈশাখ বা পয়লা বৈশাখ পালন করা হয় বাংলা বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে। এই বাংলা বছর বা বাংলা পঞ্জিকা কিভাবে এলো? প্রথমে সৌর পঞ্জি অনুসারে বাংলা মাস পালিত হইত অনেক প্রাচীনকাল থেকেই। তখনও আসাম, তামিল নাড়ু, ত্রিপুরা, বঙ্গ, পাঞ্জাব প্রভৃতি সংস্কৃতিতে বছরের প্রথম দিন উদযাপনের রীতি ছিলো। তাহা হইলে বাংলা নববর্ষের ইতিহাসে বাংলা বারো মাস কিভাবে এলো? আর এর দিন, ক্ষণ কিভাবে ঠিক করা হইলো? বাংলা সনের প্রবর্তক নিয়া সম্রাট আকবর বেশি আলোচিত হইলেও, বাংলা পঞ্জির উদ্ভাবক ধরা হয় আসলে ৭ম শতকের রাজা শশাঙ্ককে। পরবর্তীতে সম্রাট আকবর সেটিকে পরিবর্তিত করেন খাজনা ও রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে। প্রথমে আকবরের পঞ্জিকার নাম ছিল "তারিখ-এ-এলাহী" আর ঐ পঞ্জিকায় মাসগুলো আর্বাদিন, কার্দিন, বিসুয়া, তীর এমন নামে। তবে ঠিক কখন যে এই নাম পরিবর্তন হয়ে বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ হলো তা নিশ্চিত করে কেউ বলিতে পারে না। ধারণা করা হয় যে, বাংলা বারো মাসের নামকরণ করা হইয়ায়ছে বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে। যেমন- বিশাখা নক্ষত্র থেকে বৈশাখ, জায়ীস্থা থেকে জৈষ্ঠ্য, শার থেকে আষাঢ়, শ্রাবণী থেকে শ্রাবণ এমন করিয়াই বাংলায় নক্ষত্রের নামে মাসের নামকরণ হয়। ভারতবর্ষে মোগল সম্রাজ্য পরিচালিত হতো, হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে। আর হিজরি পঞ্জিকা চাঁদের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষকদের কৃষি কাজ চাঁদের হিসাবের সাথে মিলতো না, তাই তাহাদের অসময়ে খাজনা দেয়ার সমস্যায় পরিতে হইতো। সেই কারণে খাজনা আদায়ে কৃষকদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়, সম্রাট আকবর বর্ষ পঞ্জিতে সংস্কার আনেন। তখনকার বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি সম্রাট আকবরের আদেশে সৌর সন ও হিজরি সন এর উপর ভিত্তি করে বাংলা সনের নিয়ম তৈরি করেন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মার্চ বা ১১ মার্চ থেকে প্রথম বাংলা সন গণনা করা হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবেই খাজনা আদায়ে এই গণনা কার্যকর শুরু হ ইয়েছিল ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর থেকে। পূর্বে ফসল কাঁটা ও খাজনা আদায়ের জন্য এই বছরের নাম দেয়া হয়ে ছিলো ফসলি সন। পরে তা বঙ্গাব্দ আর বাংলা সন করা হয়। তখন চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে খাজনা, শুল্ক দিতে হতো কৃষকদের। তাই তখন থেকেই সম্রাট আকবর কৃষকদের জন্য মিষ্টি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেন। হালখাতার প্রচলনও সম্রাট আকবরের সময় থেকেই ব্যবসায়ীরা করিয়াছে।

পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের সূচনা করে। এই দিনটি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এটি কোনো ধর্মীয় উৎসব নয়। সামাজিক উৎসব হিসেবে এর রহিয়াছে সর্বজনীন আবেদন। উৎসব উদযাপন আমাদের একটি বছর শেষ করতে এবং একটি নতুন শৈলীতে শুরু করতে শেখায় যা আমাদের নিজস্ব পরিচয়। নববর্ষ উদযাপনের ঐতিহ্য বিশ্বের অনেক জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। ইরানের জনগণ "নওরোজ"কে নতুন বছরের প্রথম দিন হিসেবে পালন করে। নতুন বছরকে স্বাগত জানাইতে ইউরোপের মানুষও নববর্ষের ১ম দিন পালন করে। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, বাংলা নববর্ষ পালিত হয় ১ম বাংলা মাসের ১ম দিনে। তাই বাংলা নববর্ষকে 'পয়লা বৈশাখ'ও বলা হয়।পহেলা বৈশাখের দিন বাংলা নববর্ষের প্রচলন হয় মুঘল সম্রাট আই কবরের আমলে। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে কর (খান্না) আদায়ের দিনটি চালু করেন, বাংলা নববর্ষকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। রমনা বটমূলে, এটি জমকালোভাবে পালিত হয়।বাংলা নববর্ষ অনেক মানুষ বিশেষ করিয়া বাংলায়, প্রতি বছর খুব উৎসাহের সাথে উদযাপন করে। পহেলা বৈশাখ একটি রঙিন দিন যা আমাদের শিকড়, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত করে। রমনার বটবৃক্ষের নিচে ভোরবেলা শুরু হয় ঠাকুর কৃষকের গানের মধ্য দিয়ে। বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাচ্ছেন নজরুল। এই দিনে লোকেরা নতুন জামাকাপড় পরে এবং সুস্বাদু মিষ্টি সহ অনেক মুখের জল খাওয়ার খাবার খায়। ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা "হালখাতা" নামের খাতা খুলিয়া তাহাদের গ্রাহক ও ক্রেতাদের মিষ্টি উপহার দেন। অনেকের জন্য, এটি পুনর্মিলনের একটি দিন এবং লোকেরা তাদের বন্ধু এবং পরিবারের সাথে এই দিনটি উদযাপন করে। উভয় গ্রামীণ শহুরে এলাকার লোকেরা বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দিনটি পালন করে। অনেকেই এই দিনে বাঙালি খাবার (থালা) উপভোগ করেন যেমন 'পান্থা-ইলিশ'।গ্রামের লোকেরা তাহাদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী এই দিনটি পালন করে। গ্রামাঞ্চলে পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত মেলাগুলো খুবই আকর্ষণীয়। গ্রামীণ বিভিন্ন পেশার মানুষের তৈরি বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ওই মেলায় প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য আনা হয়। এদিন আল্পনা নামে মেঝেতে গুঁড়া চালের তৈরি সুন্দর নকশা দেখা যায়। এগুলো মূলত পরিবারের গৃহবধূরাই তৈরি করেন।অনেক বাঙালির জন্য, এই দিনটিকে একটি অত্যন্ত শুভ দিন হিসাবে অভিহিত করা হয় এবং এই দিনে অনেক নতুন প্রকল্প এবং ব্যবসা শুরু হয়। কিছু ফাংশন আমাদের দেশের কিছু অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে সাজানো হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হইল চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বলি খেলা বা কুস্তি। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল গম্ভীরা। অনেক ব্যবসায়ী তাদের অ্যাকাউন্টের নতুন বই শুরু করেন যাহা 'হাল-খাতা' নামে পরিচিত। 'বাঙালি নববর্ষ' উৎসবের ঐতিহ্য ও পালন আমাদের গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অতীতের দিকে ফিরে তাকানোর জন্য নতুন উদ্যমে অনুপ্রাণিত করে। দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে আমরা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করতে পারি।

পয়লা বৈশাখ কেমন করে পুরাণ থেকে আজকের দিনে

সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাণ গ্রন্থ মনুসংহিতায় পাওয়া গেছে চোখের আঠার পলকে এক কাঠা হয়, ত্রিশ কাঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত, ত্রিশ মুহূর্তে এক দিন-রাত। দিন মানুষের কাজ ও রাত নিদ্রার জন্য। শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ মিলে এক মাস, বারো মাসে এক বছর। মানুষের এক বছর দেবগণের এক রাত্রি ও এক দিন। ওই দৈব এক রাত্রিকে "দক্ষিণায়ন" এবং দিনকে বলা হয় "উত্তরায়ণ"। উত্তরায়ণে ছয় মাসে তিনটি ঋতু- শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম। দক্ষিণায়ণে ছয় মাসে তিনটি ঋতু বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। বারো মাসে এক বর্ষ। এক সৌর বর্ষে দেবতাদের দিন-রাত এবং দৈত্যদের দিন-রাত পরস্পর বিপরীত হয় অর্থাৎ দেবতাদের যখন রাত্রি (দক্ষিণায়ন), অসুরদের তখন দিন। ৩৬০ সৌরবর্ষে হয় এক দিব্যবর্ষ। দেবতাদের এক বছর আমাদের ৩৬০ সৌরবর্ষ। বারো হাজার দিব্যবর্ষে চর্তযুগ। মাস কথার অর্থ চন্দ্র বা চাঁদ। যে তিথিতে মাস বা চন্দ্র পূর্ণ হত তাকে বলা হত পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমা। যে নক্ষত্রের কাছে এসে চাঁদ পূর্ণতা পায় সেই নক্ষত্রের নামে মাসের নামকরণ হয়, যেমন বিশাখা নক্ষত্রে চাঁদ পূর্ণতা পায় বলে সেই মাসের নাম বৈশাখ।

চন্দ্রমাস দিয়ে মাসের নাম হলেও জ্যোতির্বিদ্যায় গুরুত্ব কিন্তু সূর্যের। সূর্যকে ব্যবহার করা হয়েছে দৈর্ঘ্য মাপার কাজে। বরাহমিহির "সূর্যসিদ্ধান্ত" গ্রন্থে এই মাপের হিসাবটি করেছিলেন এবং এই গ্রন্থে নতুন নতুন সংস্করণ ও ব্যবহার পাওয়া যায়। ভাস্করাচার্য, আর্যভট্ট, বরাহমিহিরের মতো জ্যোতির্বিদরা সচেষ্ট হয়েছিলেন বর্ষপঞ্জিকে নিযুক্ত করার প্রচেষ্টায়। আমাদের ভারতবর্ষে আর্যরাই বোধহয় প্রথম বর্ষ পঞ্জিকার নির্মাণ ও ব্যবহার শুরু করেন। ভারতের মতো একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় বর্ষপঞ্জিকা নিয়ে নানা তথ্য ও মতামত পাওয়া যায়। বিখ্যাক গ্রিক কবি হোমার বর্ষপঞ্জিকার ব্যবহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। রোমানরা আবার বিশ্বাস করতেন যে, রোমের প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস ৭৫৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে সর্বপ্রথম বর্ষপঞ্জিকা আবিষ্কার করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী সসিজেনেস (Sosigenes)-এর পরামর্শে রোমান সর্বাধিনায়ক জুলিয়স সিজার তার দেশের প্রচলিত বর্ষপঞ্জিকার সংস্কার ও সংশোধন করেন।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা ৬২২ খ্রিস্টাব্দ প্রবর্তিত "হিজিরা" বর্ষপঞ্জিকা মেনে চলতেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মহম্মদ ও আবু বক্কর মক্কা থেকে মদিনা যাত্রা করেন, আর সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই বর্ষপঞ্জিকার নির্মাণ, এটি চন্দ্রমাস অনুসারে। ১২ মাসে বিভক্ত হলেও বছরে মোট দিনের সংখ্যা ৩৫৪। বর্তমানে সৌদি আরব একমাত্র ইসলামিক দেশ যাদের জাতীয় বর্ষপঞ্জিকা এই "হিজিরা"।

যতদূর জানা যায়, ছাপা পঞ্জিকার আগে আমাদের দেশে পুঁথি পঞ্জিকা ছিল। ১৪৫৭খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে প্রথম কালেন্ডার প্রকাশ পায়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের পুরাণ পাঁজি বা পঞ্জিকা আমাদের দেশে পাওয়া গেছে। দেখতে গেলে এটাই আমাদের দেশের সবচেয়ে পুরনো পঞ্জিকা। ১২২৭সালে বাংলায় প্রথম পাঁজি ছাপা হয়। এবার দেখে নেওয়া যাক, আমাদের দেশে ১লা বৈশাখ কীভাবে এল বা কবে থেকে ১লা বৈশাখ পালিত হতে লাগল। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর সিংহাসনে বসেন, সেই সময় বর্ষপঞ্জির হিসাব হত চন্দ্রমাস অনুযায়ী, যাকে হিজরি সন বলা হত। ২৭ দিনে চন্দ্রমাস, ফলে হিজরি সন প্রতি বছর কয়েকদিন করে এগিয়ে যেত, প্রতি মাসের অবস্থানের সঙ্গে এই সময় কৃষির অনেক কিছুই জড়িত থাকত। বিশেষ করে হিজরি মাস কেন্দ্রীক বর্ষ কৃষির সম্পর্কের একটি বড় দূরত্ব তৈরি করত। তখন প্রজারা প্রধানত চাষের ফসল বিক্রি করে রাজাকে খাজনা বা কর দিত। ফলে চাষিদের বা প্রজাদের খাজনা আদায়ে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হতে লাগল। সম্রাট আকবর প্রজাদের বা চাষিদের এই অসুবিধার কথা অনুভব করে স্বনামধ্যন পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ ফতেউল্লাকে নির্দেশ দিলেন চন্দ্রকেন্দ্রিক হিজরি বর্ষ ও সূর্যকেন্দ্রিক বর্ষপঞ্জির সংমিশ্রণে একটি বর্ষপঞ্জি তৈরি করার। জ্যোতির্বিদ ফতেউল্লা সম্ভবত ১০ বা ১১ মার্চ ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে একটি কৃষিভিত্তিক বর্ষপঞ্জি তৈরি করলেন যার নাম "ফসলি সন" (Fasli Son), যেটি বর্তমানের বঙ্গাব্দের হিসাব। ১৫৮৪ সালে ফতেউল্লা সাহেব এই বঙ্গাব্দ তৈরি করলেও যেহেতু সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে মসনদে বসেন সেইহেতু ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের সৃষ্ট "ফসলি সনের" হিসাব রাজকার্য্যের সুবিধার্থে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ হতেই গণনা শুরু করা হয়েছিল। বঙ্গাব্দের প্রথম মাসের প্রথম দিনটিই হল ১লা বৈশাখ। মনে করা হয় সম্রাট আকবরের আমল হতেই ১লা বৈশাখ বা নববর্ষ পালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্ষবরণ উৎসবের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হয় কলকাতার রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গনে। এছাড়াও নানা স্থানে নানাভাবে ১লা বৈশাখ পালিত হয়। বাংলাদেশে ১লা বৈশাখে জাতীয় ছুটি থাকে। ওইদিনে যাত্রা, কবিগান, পালাগান, আলকাপ, গম্ভীরা গান, গাজিরা গান ও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হয় ঢাকার রমনা পার্কে। রবীন্দ্রনাথের গান "এসো হে বৈশাখ" দিয়ে শুরু হয় বর্ষবরণ উৎসব। এইভাবে বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গে, অসমে, ত্রিপুরায় ১লা বৈশাখের বর্ষবরণ উৎসব হয়ে ওঠে সুন্দর ও মধুময়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম প্রচারক না হয়ে হলেন হিন্দু ধর্মের প্রচারক

ড. বিমলকুমার শীট

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজ ও ধর্মসংস্কারের কারণে স্মরণীয়। এই শতাব্দীর পরিস্থিতিতে সমাজকে রক্ষা করার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব। ব্রাহ্মসমাজ ভারতের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ছিল। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে এই সমাজ যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছে। ব্রাহ্মসমাজ বাংলায় প্রবাহিত হয়ে ধনী ও নির্ধন, বিদ্বান ও মুর্খ, ব্রাহ্মণ ও শুদ্র সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ছিল। উদ্বেলিত করে তুলে ছিল যুব চিত্তকে। রাজা রামমোহন রায় থেকে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন রূপে প্রবল আকার ধারণ করে। সেকালে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সত্যজিৎ রায়, আনন্দমোহন বসু, ডা. বিধানচন্দ্র রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রাজনারায়ণ বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৮৯২ সালে বাংলায় ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা ৬১টি থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১২৪টি। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৩-১৯০২) যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে সমধিক পরিচিতি লাভকরে ছিলেন, তিনিও এক সময় ব্রাহ্মসমাজে ভিড়লেন। পরে অবশ্য হলেন হিন্দুধর্মের প্রচারক এবং নবভারত সৃষ্টির প্রবর্তক। সেকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরও (১৮৬১-১৯৪১) আগ্রহ জন্মেছিল। তাই মৃতপ্রায় আদি ব্রাহ্মসমাজের পুনরায় প্রাণসঞ্চার করার জন্য পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়ে নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেন। ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে তিনি লিখলেন, 'প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাঁহার অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপূর্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব? এই জন্যই বলি ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীর ধর্ম বটে, পৃথিবীকে আমরা এই ধর্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারিও না চাহিও না, ব্রাহ্মধর্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষের নিকট ঋণী' (১৭) জানুয়ারি ১৮৮৫)।

তরুণ বয়সে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। তরুণ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এটা সে যুগে মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। তিনি কেশবচন্দ্র সেন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ) সংস্পর্শে আসেন। এর পর নরেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হন। তাঁর ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'সম্ভবত কেশবচন্দ্রের রহস্যবাদ তাঁর কাছে অত্যাধিক অযৌক্তিক মনে হয়েছিল। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সঙ্গীতেও যোগ দিতেন'। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একবার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন,-'তোমার ভাই আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ছিলেন'। হরমোহন মিত্র ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে প্রায়ই বলতেন, 'স্বামীজি বললেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে আমি একজন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক হতুম'। নরেন্দ্রনাথ সে যুগে একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্নিহিত মনোভাবের পরিবর্তন হয় নি। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে নরেন্দ্রনাথ সে যুগে একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি সমাজ সংস্কারক থেকে পরিণত হয়ে ছিলেন একজন সমাজ বিপ্লবী রূপ। স্কটিশ মিশনারি রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফের প্রতিষ্ঠিত জেনারেল এসেম্বলি কলেজে অধ্যয়নকালেই তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণের পরিচয় হয়। নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী হরমোহন মিত্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ছাত্ররা ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বুঝতে পারেনি বলে একদিন আমাদের ইউরোপীয় অধ্যাপক ছাত্রদের ওপর ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তিনি রেগে গিয়ে টেবিল চাপড়ে, বুট দিয়ে পাদানি ঠুকে শেষ পর্যন্ত ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন। এমন সময় আমি কোনো একটা কাজে ক্লাসঘর থেকে বাইরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি দেখলাম প্রিন্সিপ্যাল রেভারেন্ড হেস্টি ক্লাসঘরের দিকে গট গট করে আসছেন। আমি ফিরে এলাম এবং হেস্টির বক্তৃতা শুনলাম। তিনি বললেন, অমুক অধ্যাপক বলেন যে, ছাত্ররা নির্বোধ তারা ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা বুঝতে পারে না সম্ভবত তিনি নিজেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ বোঝেন না। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মাঝে মাঝে সমাধি (Trance) হয়ে যেত ইত্যাদি'। বক্তৃতার শেষে তিনি বললেন, 'এমনি ধরনের এক ব্যক্তি দক্ষিনেশ্বরে আছেন যিনি সমাধি প্রাপ্ত হন। তোমরা গিয়ে তাকে দেখে এস'। তারপর নরেন্দ্রনাথ দক্ষিনেশ্বরে যান।

ভিন্নমতে নরেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করছেন তখন একদিন তাঁর আত্মীয় ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত তাঁকে বললেন, তিনি কত জায়গায় যান অথচ রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখতে যান না কেন? ভূবনেশ্বরী দেবী বলেছেন যে, এই রামচন্দ্র দত্তই নরেন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যান। রামকৃষ্ণের জীবনীকারেরা লিখেছেন, নরেনের প্রতিবেশী সুরেশচন্দ্র মিত্রের গৃহে রামকৃষ্ণ এসে ছিলেন। সুরেশচন্দ্র তখন নরেন্দ্রনাথকে আমন্ত্রন করলেন গান গাইতে। তখন থেকেই দুজনের পরিচয়ের সূত্রপাত। তারপর নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতে থাকে।

এরপর নরেন্দ্রনাথের জীবন অন্যখাতে বইতে থাকে। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের (১৮৮৬ সাল) সংকল্প গ্রহণ করেন। তারপর তিনি ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি মাদ্রাজে এলে মাদ্রাজী ভক্তগণ তাঁর জন্য পাশ্চাত্যগমণের ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থসংগ্রহ করেন। এরপর স্বামী বিবেকানন্দ পেনিনসুলার জাহাজে বোম্বাই থেকে বিদেশ যাত্রা করেন। ১৮৯৩ সালে ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে ভাষণদান করে ভারতের মুখ উজ্জল করেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রবাসে বাংলা নববর্ষ: বাঙালি সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের যা করণীয়

তৌফিক আহমেদ
কানাজাওয়া, জাপান

বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ বাঙালি জাতির একটি অতি প্রিয় উৎসব, যা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আবেগের এক অমূল্য অংশ। এটি শুধু একটি নববর্ষের দিন নয়, বরং নতুন সূচনার প্রতীক, যেখানে পুরোনো বছরের সব দুঃখ-বেদনা ভুলে নতুন উদ্যমে জীবনকে শুরু করার প্রেরণা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রবাসে বাংলা নববর্ষ দেশের মতো উৎসব আর উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্যাপন করা সম্ভব হয় না। প্রবাসে কাজের চাপ, সময়স্বল্পতা, পর্যাপ্ত উপকরণের অভাবসহ নানামুখী চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশীয় সংস্কৃতি বা উৎসব যথাযথভাবে পালন করা বেশ কষ্টসাধ্য, এমনকি কখনো কখনো অসম্ভবও। তাই প্রবাসে অবস্থানরত বাঙালিদের জন্য নববর্ষের মতো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে না পারলে আমাদের প্রবাসে বেড়ে ওঠা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বাঙালির অনেক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। তাই আমাদের এখনই সময় এ ব্যাপারে সজাগ হওয়া, সূক্ষ্ম চিন্তা ও পরিকল্পনা করা যে বিদেশের ব্যস্ত জীবনের মাঝেও কীভাবে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে পারি এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে পারি? বিশেষ করে কীভাবে আমাদের চিরায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলা নববর্ষকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করতে পারি? আজ এই নিবন্ধে কিছু করণীয় তুলে ধরব, যা মেনে চলার মাধ্যমে আমরা প্রবাসে বাংলা নববর্ষ যথাযথভাবে উদ্যাপন করতে পারব এবং প্রবাসে বেড়ে ওঠা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এর বিশেষত্ব তুলে ধরতে পারব।

বাংলা নববর্ষকে প্রাণবন্ত রাখতে আমাদের কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। ইচ্ছা আর উদ্যোগ থাকলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেওয়া খুব একটা কঠিন নয়।

১. সাংস্কৃতিক আয়োজন ও মেলা
* বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে মিলে বৈশাখী মেলা আয়োজন করা। প্রবাসে বিশেষ করে শহরকেন্দ্রিক, যেখানে বাঙালি কমিউনিটি বেশ বড়, সেখানে বৈশাখী মেলা আয়োজনের খবর পাওয়া যায়। তবে এ আয়োজন শুধু বড় বড় শহরকেন্দ্রিক হলে তা সমভাবে সবার কাছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছোঁয়া পৌঁছানো যাবে না; মেলায় পান্তা-ইলিশ, ফুচকা, চটপটি, হালুয়া-রুটি ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টল রাখতে হবে; মেলায় নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি ও নাটকের মাধ্যমে বাংলা সংস্কৃতির ছোঁয়া দেওয়ার চেষ্টা থাকবে। শিশুদের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া প্রবাসে জন্ম নেওয়া বা বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি শিশুদের জন্য বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শেখানোর ব্যবস্থা করা; তাদের মধ্যে বাংলা বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, বাংলা গল্প শোনানো ও বাংলা গান শেখানোর মাধ্যমে বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং নববর্ষের অর্থ বোঝানো। নববর্ষের দিন শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা। ৪. স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় স্থানীয় জনগণের জন্য বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে ওয়ার্কশপ বা ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা; অন্যান্য কমিউনিটির সঙ্গে নববর্ষ উদ্যাপন ভাগাভাগি করা, যাতে তারা আমাদের সংস্কৃতিকে জানতে পারে। ৫. প্রবাসী বাংলাদেশি সংগঠনগুলোর উদ্যোগ
* বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি সংগঠনগুলো নববর্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পিঠা উৎসবের আয়োজন করতে পারে। * স্থানীয় দূতাবাস বা বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় বড় পরিসরে বৈশাখী উৎসব আয়োজন করা যেতে পারে। সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে আমাদের দায়িত্ব বাংলা নববর্ষ শুধু আনন্দের দিন নয়, এটি আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক। প্রবাসে থেকেও আমাদের এই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা উচিত। এ জন্য প্রবাসীদের উচিত পরিবার, পরবর্তী প্রজন্ম এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া।

প্রবাসে থেকেও যদি আমরা একসঙ্গে বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন করি, তবে এই উৎসব শুধু আমাদের নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে বাঙালির ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে। তাই আসুন, আমরা সবাই মিলেই প্রবাসে বাংলা নববর্ষকে আরও বর্ণিল ও প্রাণবন্ত করে তুলি! শুভ নববর্ষ!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার ১৩৪তম ডাঃ বি আর আম্বেদকর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি।

কেন্দ্রীয়বাহিনী ও পুলিশকেই ঘিরে ফেলল দুষ্কৃতীরা, নতুন করে আতঙ্ক সামশেরগঞ্জে

মুর্শিদাবাদ, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে পুলিশের দাবির মধ্যেই ফের হামলা ! সোমবার নতুন করে উত্তপ্ত সামশেরগঞ্জের জাফরাবাদ। পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে ফেলল দুষ্কৃতীরা। পরে অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এ দিন এক আমবাগানের মধ্যে কিছুটা যেতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে ধরে আক্রমণ শুরু হয়। কার্যত ছুটে প্রাণে বাঁচেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। এরপর বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী পদস্থ পুলিশ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনায় ফের নতুন করে আতঙ্ক ছড়ায় জাফরাবাদ এলাকায়। এলাকায় টহল দেন তাঁরা। এ দিন দলীয় স্থানীয় নেতাকর্মীকে নিয়ে ওই গ্রামে যান সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। তিনি যখন সেখানে বিভিন্ন গ্রাম দেখছিলেন, তখনই পশ্চিম দিক থেকে একটা উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সেলিম ওই গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর পশ্চিম দিক থেকে ইট-পাটকেল ছোড়া শুরু হয়। আমবাগান থেকে দুষ্কৃতী হামলায় প্রাথমিকভাবে পিছু হটতে হয় বাহিনীকে। পরে অবশ্য এলাকায় বিশাল বাহিনী ঢুকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। গ্রামে মোতায়েন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। তাঁদের কাছে গিয়ে আতঙ্কিত বাসিন্দারা হাত-পা ধরেন। তখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর চারজন জওয়ান এবং সামশেরগঞ্জ থানার এক পুলিশকর্মী দুষ্কৃতীদের আমবাগানের দিকে ধাওয়া করেন। পাল্টা সেই সময় পাঁচ নিরাপত্তাকর্মীকেই চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে দুষ্কৃতীরা। বিপদে পড়েছেন বুঝতে পেরে সেখান থেকে পিছু হটেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও পুলিশকর্মীরা। ছুটে এলাকা থেকে পালিয়ে আসেন। কোনও রকমে প্রাণ রক্ষা করেন।

তাতে উত্তেজনা ছড়ায়। গ্রামের মানুষের মধ্যে ফের নতুন করে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য বিশাল পুলিশবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এসে পৌঁছান।

সেখান থেকে তখন সরে যায় দুষ্কৃতীরা। গ্রামের মানুষের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে তাঁরা আতঙ্কে আছেন। প্রসঙ্গত, এই জাফরাবাদেই অতি সম্প্রতি নৃশংসভাবে খুন হন পিতা-পুত্র। তাঁরা হলেন দুই সিপিএম সমর্থক হরগোবিন্দ ও চন্দন দাস।

পুলিশি লাঠিতে আহত বহু আইএসএফ কর্মী, কটাক্ষ নওসাদের

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল। কিন্তু একই আন্দোলন করতে গিয়ে সোমবার পুলিশি লাঠিতে আহত হলেন আইএসএফ-এর অনেকে। এর পর তোপ দাগলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকি।

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, সরকার কেন সুপ্রিম কোর্টে এ নিয়ে মামলা করছে না?, এই আইনের বিরোধিতায় যখন মানুষ বাসন্তী হাইওয়ে দিয়ে মিছিল করছিল, তৃণমূলের পুলিশ আক্রমণ করল কেন?'

নওসাদ সাংবাদিকদের বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রাজ্যে এই আইন কার্যকর হবে না। আইএসএফ-ও আইন প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ করছে। দু"পক্ষেরই যখন সুর এক, তখন কেন তাঁর কর্মী-সমর্থকদের উপর পুলিশি অত্যাচার হচ্ছে? এই প্রশ্ন তুলে "তফাৎ" বুঝিয়ে দিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকি।

মালদা, মুর্শিদাবাদের পর কেন্দ্রের ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে সোমবার প্রতিবাদ শুরু হয় ভাঙড়ে। আইএসএফ-র উদ্যোগে রামলীলা ময়দান অভিযান শুরু করে প্রতিবাদীরা। মিনাখাঁ, বাসন্তী, ভাঙড়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে আইএসএফ নেতা-কর্মীরা কলকাতা যাওয়ার জন্য রওনা দেন। তখনই পুলিশের বাধার মুখে পড়ে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। বিক্ষোভে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বাসন্তী সড়ক।

এদিকে নওসাদ মনে করেন, শাসকদল যতই এ ব্যাপারে দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করুক, আসলে এই আইনে প্রচ্ছন্ন ভূমিকা তৃণমূলেরও রয়েছে। ভাঙড়ের বিধায়ক বলেন, 'তৃণমূল বলছে রাজ্যে এই আইন কার্যকর হবে না। আচ্ছা যদি তা না-ই করা হয় তাহলে রাজ্যের যা করণীয় সেরকম কোনও পদক্ষেপ কেন দেখা যাচ্ছে না?"

নওসাদ বুঝিয়ে দেন, রাজ্যের এরকম আচরণ আসলে কেন্দ্রের চাপের বহিঃপ্রকাশ। ছন্দ করে আইএসএফ বিধায়ক এও জানিয়ে দিলেন, 'যখনই রাজ্য সরকার চাপে পড়ে, দিল্লিগামী ফ্লাইট ধরে।'

এমন পরিস্থিতিতে ফিরহাদ হাকিম বলেই রেখেছেন, মানুষকে সমস্যায় ফেলে এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক না। বাংলায় যখন আইন কার্যকর হচ্ছে না, তখন এখানে ঝামেলা না করে নওসাদদের দিল্লি যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

সমবায় সমিতিতে গ্রাহকদের গচ্ছিত প্রায় দেড় কোটি টাকা গায়েব, শোরগোল হাবড়ায়

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে টাকা রেখে সর্বস্বান্ত হলেন শতাধিক বাসিন্দা। অভিযোগ, গ্রাহকদের গচ্ছিত প্রায় দেড় কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন সমবায়ের ম্যানেজার-সহ পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে হাবড়ায়।

এ নিয়ে সোমবার পুলিশের দ্বারস্থ হন প্রতারিতরা। হাবড়া থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তবে, পলাতক সমবায় সমিতির ম্যানেজার ফরিদা বিবি কিংবা তার পরিবারের কোনও সদস্যরই হদিস মেলেনি এখনও। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ঘটনায় কার্যত ক্ষোভে ফুঁসছেন প্রতারিতরা।

বিষয়টি নিয়ে বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খাড়িয়া বলেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। আশা করছি শীঘ্রই, তাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব হবে।'

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বাংলাদেশের সেনা-প্রধান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা

।। রাজীব দে।।

ঢাকা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উপলক্ষ্যে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির আয়োজনে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বৈচিত্র্যময় পরিবেশনা উপভোগ করেছেন বাংলাদেশের সেনা-প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, এসবিপি, ওএসপি, এসজিপি, পিএসসি। মন্দির পরিদর্শন করে এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। সেনা-প্রধান তাঁর বক্তব্যে দেশবাসীর প্রতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও জাতীয় ঐক্যের বার্তা প্রদান করেছেন।

ভোপালে পড়ুয়ার আত্মহত্যা

ভোপাল, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের ভোপাল জেলাতে এক বি.কম দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া রবিবার রাতে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটি ঘটেছিল যখন শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ছিলেন না।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃত পড়ুয়ার নাম সাধনা সিলাওয়াত (২১)। ঘটনাস্থলে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি, যার ফলে আত্মহত্যার কারণ এখনও পরিষ্কার নয়। তিনি আরও জানান সাধনা বাড়িতে একাই ছিল, তার পরিবারের সদস্যরা যখন বাড়ি ফিরে আসে, তখন দরজা বন্ধ দেখে তা ভাঙার পর তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়।

সুধীর রায় প্রয়াত, মুখ্যমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : শিবমন্দির দূর্গাপুজো কমিটির সভাপতি সুধীর রায় এর আকস্মিক প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান, একাধারে দক্ষ সংগঠক ও অন্যদিকে সামাজিক স্তরে নিজ সংগঠনের ক্ষেত্রেই নেতৃস্থানীয় ছিলেন তিনি। এও জানান, তাঁর প্রয়াণে অপূরণীয় ক্ষতি হল আমাদের সকলের তৎসহ তাঁর প্রতিবেশী ও নিজস্ব সংগঠনের মধ্যেই। বিশেষ করে যারা এইখানে দুর্গাপুজোর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পরিবার ও বন্ধু বান্ধব এবং অনুগামীদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালীঘাটে নবনির্মিত স্কাইওয়াক ও হকার্স কর্ণার উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। নববর্ষের প্রাক্কালে স্কাইওয়াক উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার সন্ধ্যায় কালীঘাটের সাড়ে চারশো মিটার দীর্ঘ স্কাইওয়াকের উদ্বোধন করলেন তিনি। এর পাশাপাশি হকার্স কর্নারের উদ্ধোধন করেন তিনি।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম। অনুষ্ঠানের সূচনায় উদ্বোধনী শ্যামাসঙ্গীত পরিবেশন করেন অদিতি মুন্সি। উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানে স্কাইওয়াকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর থেকে অতি সহজেই পুণ্যার্থীদের মন্দিরে পৌঁছানো আরও সহজ হয়ে গেল। এছাড়াও হকার্স কর্ণার গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানেই মিলেছে হকারদের পুনর্বাসন।

পারিবারিক অশান্তি জের, স্ত্রী"কে খুন করে চরম সিদ্ধান্ত স্বামীর

হুগলি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): বঁটি দিয়ে স্ত্রীর গলা কেটে খুন করলেন এক ব্যক্তি। তারপর নিজেকেও শেষ করেন। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটে তারকেশ্বরে। পারিবারিক অশান্তির জেরে এই ঘটনা ঘটে বলে অনুমান। জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তি পেশায় সব্জি বিক্রেতা অধীর চন্দ্র মণ্ডল (৫২) এবং স্ত্রী নয়নতারা মণ্ডল (৪৭)। স্থানীয়দের দাবি, রবিবার রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চরম অশান্তি হয়। সোমবার সকালে মেয়ে পড়তে যাওয়ার পর ফের অশান্তি শুরু হয় দু"জনের। তার কিছুক্ষণের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। প্রতিবেশীদের দাবি, রাগের বশে এই ঘটনাটি ঘটান অধীর। থানায় খবর দেওয়ায় ঘটনাস্থলে পৌঁছন তারকেশ্বর থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু করেন তাঁরা। দেহ দু"টিকে ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সব্জি বিক্রেতা অধীর ও স্ত্রী নয়নতারা কাপড় বিক্রি করে সংসার চালাতেন। তাঁদের দুই মেয়ে। বড় মেয়ের আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছোট মেয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। সূত্রের খবর, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সাংসারিক অশান্তি চলছিল। স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ ছিল স্বামীর। এই নিয়ে রবিবার রাতে অশান্তি চরম আকার নেয়।

সোমবার সকালে মেয়ে টিউশন পড়তে বেরিয়ে যাওয়ার পর সব্জি কাটার বঁটি দিয়ে স্ত্রীর গলায় কোপ মারেন অধীর। এরপর নিজেকেও শেষ করেন তিনি। মেয়ে বাড়ি ফেরার পর বিষয়টি সকলের নজরে আসে। ঘটনা প্রসঙ্গে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) কৃষানু রায় বলেন, 'তারকেশ্বরের অধীর মণ্ডলের বাড়ি থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যক্তির দুই মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসল কারণ জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত খুন বা আত্মহত্যার কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। হুগলি গ্রামীণ পুলিশ তদন্ত করছে।'

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, দুর্গাপুরে ধৃত ১

দুর্গাপুর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে গ্রেফতার হলেন দুর্গাপুরের এক প্রাক্তন রেল কর্মী। ধৃত ব্যক্তির নাম বাদল লস্কর। তিনি স্টিল টাউনশিপের অশোক এভিনিউয়ের বাসিন্দা। বাদলবাবুকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। সোমবার তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক তার জামিন খারিজ করে দু"দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ছত্তিশগড়ে খালে তলিয়ে গেল দুই যুবক

দুর্গ, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার সন্ধ্যায় ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলার সেলুদের কাছে একটি খালে দুই যুবক তলিয়ে যায়। সোমবার সকাল থেকে এসডিআরএফ-এর দল উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে।

তলিয়ে যাওয়া যুবকদের নাম প্রহ্লাদ যাদব (৪০) ও নন্দকিশোর ধুর্বে (৩৮)। এসডিআরএফ বোট ও জাল ব্যবহার করে তল্লাশি চালাচ্ছে। এখনও তাদের কারও কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে পুলিশও উপস্থিত রয়েছে।

গণতন্ত্রে বন্দুক নয়, সংবিধানই সব সমস্যার সমাধান : রামবিচার নেতাম

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারতকে নকশালমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ছত্তিশগড়ে নকশালদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশও এই অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ছত্তিশগড়ের আদিবাসী উন্নয়ন ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রামবিচার নেতাম বিশ্বাস করেন যে গণতন্ত্রে সংবিধানই প্রতিটি সমস্যার সমাধান, বন্দুক নয়।

রায়পুরে হিন্দুস্থান সমাচারের সঙ্গে আলাপচারিতায় রামবিচার নেতাম নকশালবাদের বিরুদ্ধে অভিযান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, নকশাল নেতৃত্বকে মোকাবিলা করার জন্য কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যারা সাধারণ আদিবাসীদের বিভ্রান্ত করেছে তাদের কঠোরভাবে মোকাবিলা করা উচিত। যারা মুখের ভাষায় বোঝে তাদের সাথে কথা বলা যায়, কিন্তু যারা বন্দুকের মাধ্যমে বোঝে তাদের সেই ভাষাতেই বোঝানো হবে। সরকার কাউকে মারতে চায় না, কিন্তু যারা অন্যকে হত্যা করতে চায়, তাদের মোকাবিলা কীভাবে করা হবে? নকশালদের দাবি নিয়ে রামবিচার নেতাম বলেন, কীসের লড়াই? উন্নয়ন- স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, সেতু ও নিরাপত্তা সব নিশ্চিত করা হয়েছে। তাহলে রেড করিডোরে এসব নির্মাণ বন্ধ কেন? সরকার কোনওভাবে এটি নির্মাণ করলেই বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়। কেন? কারণ তারা নিরীহ আদিবাসীদের বোকা বানিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করছে। সরকারের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের উস্কানি দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, বস্তার, বিজাপুর, নারায়ণপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসীদের বলা হয় যে সরকার তাদের প্রতি কোনও খেয়াল রাখছে না। যখন সেখানে সরকারি কাজ করা হয়, নকশালদের থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলি তাদের বলে যে আপনার জল, জঙ্গল এবং জমিতে সরকারের নজর রয়েছে। সরকারের কী করা উচিত বলেও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

নকশালদের মূল স্রোতের ফেরানোর পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্ত্রী রামবিচার নেতাম বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে, ছত্তিশগড় সরকার এই সমস্যাটিকে শিকড় থেকে নির্মূল করার কাজ করছে। তারাও মানুষ, তাই তাদের সঙ্গে আলোচনার রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি বা সরকারের কাছে নয়, সংবিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করা দরকার। তিনি আরও বলেন, জল, জঙ্গল ও জমি নিরাপদ থাকবে। জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব, নকশালদের নয়। জনগণকে রক্ষা করার দায়িত্ব সংবিধানের ওপর বর্তায়, কোনও চরমপন্থী সংগঠনের ওপর নয়।

মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত নবদ্বীপ

নবদ্বীপ, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): খেলার মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল নবদ্বীপ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নবদ্বীপের কানাইনগর বটতলা এলাকায় একটি খেলার মাঠে এলাকার কচিকাঁচারা খেলা করে। অভিযোগ, কয়েকজন প্রোমোটার সেই মাঠটি বেআইনিভাবে দখল করার চেষ্টা করে। এর জন্য এলাকাবাসীদের সঙ্গে প্রোমোটারদের অশান্তি লেগেই থাকত। অভিযোগ, সোমবার প্রোমোটার আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ওই মাঠটি দখল করতে যায়। এলাকাবাসীদের অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়। বচসা বাধে তাদের মধ্যে। দু'পক্ষের মধ্যে ইট বৃষ্টিও হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন বিরাট পুলিশ বাহিনী।

বাঁকুড়ায় নবনির্বাচিত বিজেপি জেলা সভাপতিদের সংবর্ধনা, ডিভিসি-র বঞ্চনার অভিযোগ জানালেন খাটিয়ালা গ্রামের বাসিন্দারা

বাঁকুড়া, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপির বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার নবনির্বাচিত দুই জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত অগস্থীকে সংবর্ধনা দিলেন গঙ্গাজলঘাটি থানার খাটিয়ালা গ্রামের বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। রবিবার রাতে ডিভিসি-র মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের পুনর্বাসনপ্রাপ্ত এই গ্রামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্য বিজেপি সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস করে বাঁকুড়া জেলাকে দুটি সাংগঠনিক জেলায় ভাগ করেছে এবং দুই জেলাতেই সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলায় যুবনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে এবং বিষ্ণুপুর জেলায় ফের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞ নেতা সুজিত অগস্থীকে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন, ডিভিসি-র সর্ববৃহৎ মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প খাটিয়ালা গ্রামের কৃষিজমি ও বসতভিটার উপর গড়ে উঠলেও, সিএসআর পরিষেবা এবং প্রতিশ্রুত স্থায়ী চাকরি থেকে বহু পরিবার এখনও বঞ্চিত। গ্রামবাসীদের পক্ষে স্বপন ঘোষ, তন্ময় মণ্ডল ও সমীর ঘোষ—রা জানান, দুই সাংগঠনিক জেলার সীমান্তে থাকা এই গ্রামের উন্নয়নে দুই নবনিযুক্ত সভাপতি যেন ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

জেলা সভাপতিরা জানান, কলকাতা থেকে ফেরার পথে বিলম্ব হওয়ায় অনুষ্ঠানে দেরিতে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁরা গ্রামবাসীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে তাঁরা আশ্বস্ত করেছেন, শীঘ্রই ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হবেন। ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্য অধিকার না মিললে প্রয়োজনে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন দুই সভাপতি।

সাংসদ পাঠানের হয়ে সুর চড়ালেন কান্দির তৃণমূল বিধায়ক

মুর্শিদাবাদ, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): সামাজিক মাধ্যমে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানের চা-পানের পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সোমবার দলের সাংসদের হয়ে সুর চড়ালেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার।

ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে কয়েকদিন ধরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের বেশ কয়েকটি এলাকা । এই আবহে একযোগে সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান অপূর্ববাবু। তাঁর দাবি, অশান্তির ঘটনা যেখানে ঘটেছে, সেই এলাকার সাংসদ ইউসুফ পাঠান নন । বরং, সিপিএম-কংগ্রেস জোটের জয়ী প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী ।

তৃণমূল বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, 'মুর্শিদাবাদ জেলায় ২২টি বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে প্রায় সাড়ে ৩ জন সাংসদ রয়েছেন। তার মধ্যে বহরমপুরের সাংসদ হলেন ইউসুফ খান, মুর্শিদাবাদের সাংসদ হলেন আবু তাহের খান এবং জঙ্গিপুরের সাংসদ হলেন খলিলুর রহমান ।

জেলার ২০ টি বিধানসভা কেন্দ্র এই ৩ সাংসদের আওতায় রয়েছে। কিন্তু, বাকি দু"টি বিধানসভা কেন্দ্র, ফরাক্কা ও সামশেরগঞ্জ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ, যে এলাকায় অশান্তি ছড়িয়েছে, সেই এলাকার সাংসদ হলেন কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী।'

অপূর্ববাবুর কথায়, 'ধুলিয়ান কিংবা সামশেরগঞ্জ কোনওটি ইউসুফ পাঠানের কেন্দ্রই নয়। অথচ, ইশা খান চৌধুরী কোথায়? কেউ একবারও সেই প্রশ্ন তুললেন না?'

তৃণমূল বিধায়ক দাবি করেন, মুর্শিদাবাদ এবং বহরমপুর দুই সাংসদের এলাকা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। দুই জন সাংসদ এবং এই সমস্ত এলাকার বিধায়করা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রেখে এলাকার শান্তি বজায় রাখার জন্য কাজ করছেন। এমনকী, বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানও নিয়মিত এলাকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলে দাবি করেন তিনি।

অপূর্ব সরকারের দাবি, বহরমপুরের কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি । এই অবস্থায় সিপিএম, বিজেপি এবং কংগ্রেস যৌথভাবে আক্রমণ, চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

মধ্যপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় আহত ৬ জন

রাজগড়, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলায় পথ দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৬ জন আহত হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মনোহারথানা থেকে রাজগড়গামী একটি দ্রুতগতির জিপ সোমবার দুপুরে ধনবাস গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় ৩ মহিলা সহ ৬ জন আহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠায়।

ধুবড়িতে আসাম পুলিশ-বিএসএফের অভিযানে বাজেয়াপ্ত ৯৫ হাজার টাকার জাল নোট, গ্রেফতার এক

ধুবড়ি (অসম), ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : ধুবড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় আসাম পুলিশ এবং বিএসএফ-এর যৌথ অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৯৫ হাজার টাকার জাল নোট। জাল নোট পাচারের অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আসাম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর রিম্পি দাস ও তাঁর দল এবং বিএসএফ-এর ৬৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন পরিচালিত যৌথ অভিযানে ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত ঘেউমারি গ্রামের বাসিন্দা মাসিয়ার রহমানকে গ্রেফথার করা হয়। তার হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৫০০ টাকা নোটের ৯৫ হাজার টাকার জাল নোট। সীমান্তবর্তী জাল নেটওয়ার্কের সঙ্গে ধৃত মাসিয়ার জড়িত বলে অভিযোগ করেছে পুলিশ।

এনএফ রেল চালাবে পাঁচ জোড়া গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

গুয়াহাটি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় সামলাতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পাঁচ জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রেনগুলি ২১ মে থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত গুয়াহাটি এবং শ্রী গঙ্গানগর স্টেশনের মধ্যে, ১৮ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত নিউ জলপাইগুড়ি ও অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের মধ্যে, ১১ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত কামাখ্যা ও আনন্দবিহার টার্মিনালের মধ্যে, ২১ মে থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত কাটিহার ও অমৃতসর স্টেশনের মধ্যে এবং ১৭ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত নিউ তিনসুকিয়া ও এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্টেশনের মধ্যে চলাচল করবে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা আজ সোমবার এক প্রেস বার্তায় এ খবর দিয়ে জানান, স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৫৬৩৬ গুয়াহাটি-শ্রী গঙ্গানগর সামার স্পেশাল ২১ মে (বুধবার) থেকে ১৮:১৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওয়ানা হয়ে শনিবার ০৩:৩০ ঘণ্টায় শ্রী গঙ্গানগর পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নম্বর ০৫৬৩৫ শ্রী গঙ্গানগর --- গুয়াহাটি সামার স্পেশাল ২৫ মে (রবিবার) থেকে ১৩:২০ ঘণ্টায় শ্রী গঙ্গানগর থেকে রওয়ানা হয়ে বুধবার ০০:২৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ট্রেন দুটি ছয়টি ট্রিপের জন্য চলবে।

এছাড়া তিনি জানান, স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৫৭৪২ নিউ জলপাইগুড়ি - অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট সামার স্পেশাল ১৮ মে (রবিবার) থেকে ১৩:৪০ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রওয়ানা হয়ে সোমবার ০৯:৩০ ঘণ্টায় অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নম্বর ০৫৭৪১ অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-নিউ জলপাইগুড়ি সামার স্পেশাল ১৯ মে (সোমবার) থেকে ১১:৪০ ঘণ্টায় অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট থেকে রওয়ানা হয়ে মঙ্গলবার ০৯:৩০ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে। ট্রেন দুটি সাতটি ট্রিপের জন্য চলবে।

অন্যদিকে স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০২৫২৫ কামাখ্যা-আনন্দবিহার টার্মিনাল সামার স্পেশাল ১১ এপ্রিল, ২০২৫ (শুক্রবার) থেকে থেকে চালু হয়েছে। ট্রেনটি ২২:৪৫ ঘণ্টায় কামাখ্যা থেকে রওয়ানা দিয়ে রবিবার ০৮:৫০ ঘণ্টায় আনন্দবিহার টার্মিনাল পৌঁছেছে। একইভাবে, ট্রেন নম্বর ০২৫২৬ আনন্দবিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা সামার স্পেশাল ১৩ এপ্রিল (রবিবার) ১৭:২০ ঘণ্টায় আনন্দবিহার টার্মিনাল থেকে রওয়ানা হয়েছে এবং মঙ্গলবার ০৩:৪০ ঘণ্টায় কামাখ্যা পৌঁছবে। ট্রেন দুটি তিন ট্রিপের জন্য চলবে।

প্রেস বার্তায় আরও জানানো হয়েছে, স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৫৭৩৬ কাটিহার-অমৃতসর সামার স্পেশাল ২১ মে (বুধবার) থেকে ২১:০০ ঘণ্টায় কাটিহার থেকে রওয়ানা হয়ে শুক্রবার ০৯:৪৫ ঘণ্টায় অমৃতসর পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নম্বর ০৫৭৩৫ অমৃতসর-কাটিহার সামার স্পেশাল ২৩ মে (শুক্রবার) থেকে ১৩:২৫ ঘণ্টায় অমৃতসর থেকে রওয়ানা হয়ে শনিবার ২৩:৪৫ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে। ট্রেন দুটি ছয়টি ট্রিপের জন্য চলবে।

স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৫৯৫২ নিউ তিনসুকিয়া-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সামার স্পেশাল ১৭ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) থেকে ০৯:০০ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে রবিবার ০৯:০০ ঘণ্টায় এসএমভিটি বেঙ্গালুরু পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নম্বর ০৫৯৫১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-নিউ তিনসুকিয়া সামার স্পেশাল ২০ এপ্রিল (রবিবার) থেকে ২৩:২০ ঘণ্টায় এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে রওয়ানা হয়ে বুধবার ১৩:৫০ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া পৌঁছবে। ট্রেন দুটি ১১টি ট্রিপের জন্য চলবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার আগে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

প্রতিদিন মুরগির মাংস খাওয়ার পরিণাম

মুরগির মাংস আমাদের খাদ্যাভ্যাসে আজকাল ডাল ভাতের মতোই সাধারণ। প্রোটিনের একটি আদর্শ উৎস এটি। যার খরচ তুলনামূলক কম, সহজলভ্য এবং নানান পদের রান্না হতে পারে এই মাংসের।

ঘরে বাইরে মিলিয়ে সিংহভাগ মানুষের সপ্তাহে একাধিকবার মুরগির মাংস খাওয়া পড়ে। তাই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শরীরের ওপর এর প্রভাব কী?

এই বিষয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পুষ্টিবিদ লওরেন মানেকার'য়ের অভিমত। সেই প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

মানেকার বলেন, ''একজন পুষ্টিবিদ হিসেবে আমি মুরগির মাংস অবশ্যই পছন্দ করি, তবে তা যদি কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রান্না করা হয় তবেই। 'বেইকড', 'গ্রিলড' ও সৌতে করা মুরগির মাংস যেমন স্বাস্থ্যকর অপরদিকে ডুবো তেলে লম্বা সময় ভাজা লবণ মেশানো মুরগির মাংস তেমনটাই অস্বাস্থ্যকর।'' ''তাই বলে 'ফ্রাইড চিকেন' যে একেবারেই বাদ দিতে হবে তা বলবো না, তবে তা যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো। মুরগির মাংস খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করার প্রক্রিয়ায় যদি তাতে বাড়তি চর্বি, লবণ কিংবা চিনি যুক্ত না হয় তবে এই মাংসের আছে বহুমুখী স্বাস্থ্যগত উপকারিতা।''

শক্তিশালী হাড়

হাড়ের সুস্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনায় প্রায় সবসময়ই মধ্যমনি হয়ে ওঠে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি। আড়াল হয়ে যায় প্রোটিনের গুরুত্ব। অথচ বাত রোগ থেকে সুরক্ষা দিতে এবং শরীরের পুরো কঙ্কালকে স্বাস্থ্যবান রাখতে প্রোটিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। আর মুরগির মাংস যেহেতু প্রোটিনের আদর্শ উৎস, তাই খাদ্যাভ্যাসে এর মাত্রা বেশি হলে তা হাড়কে যোগাবে এই অতীব জরুরি পুষ্টি উপাদান।

পেট ভরা রাখে

দুপুর কিংবা রাতের খাবারে মুরগির মাংস খেলে তা লম্বা সময় পেট ভরা রাখে। তাই খাওয়ার কিছুক্ষণ পর জিহ্বার ক্ষুধা থেকে রেহাই পাবেন অনেকাংশে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং হজমতন্ত্র সুস্থ রাখতে রাতের খাবারের পর আর কিছু না খাওয়া বিশেষ জরুরি। স্মৃতিশক্তির উন্নতি মুরগির মাংসে মেলে 'কোলিন', যা স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের অন্যান্য কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন হওয়ায় সহায়তা করে। বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, যারা বেশি 'কোলিন' গ্রহণ করেন, স্মৃতিশক্তির পরীক্ষায় তারা অপেক্ষাকৃত ভালো করেন। এছাড়াও মুরগির মাংস থেকে পাওয়া যায় ভিটামিন বি টুয়েলভ। আর এই উপাদানও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মানসিক সুস্বাস্থ্য ট্রিপ্টোফান' নামক এক ধরনের 'অ্যামিনো অ্যাসিড'য়ের যোগান দেয় মুরগির মাংস। এর কাজ হল 'সেরোটনিন' হরমোন যা মানুষের মন ভালো করে সেটির মাত্রা বাড়ানো। 'সেরোটনিন'য়ের মাত্রা চাহিদার তুলনায় কম থাকলে মানুষ হতাশায় ভোগে। তাই মুরগির মাংস এদিক দিয়ে মন মেজাজ ভালো রাখতেও সাহায্য করে।

অবসাদ কমায়

আয়রন'য়ের অভাবে যারা 'অ্যানেমিয়া' বা রক্তশূন্যতায় ভুগছেন, তাদের একটি সাধারণ সমস্যা হল অবসাদগ্রস্ত থাকা। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার পরও ক্লান্তি এই রোগীদের পিছু ছাড়েনা। এক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাসে পর্যাপ্ত মুরগির মাংস আয়রন'য়ের যোগান বাড়াবে, যা পক্ষান্তরে বাড়াবে কর্মশক্তি।

হৃদযন্ত্রের বন্ধু

মুরগির মাংস যদি অতিমাত্রায় তেলে ভেজে না খান কিংবা অন্য কোনো অস্বাস্থ্যকর রন্ধন পদ্ধতি ব্যবহার না করেন তবে তা হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী একটি খাবার। পুষ্টিবিদের পরামর্শ মাফিক স্বাস্থ্যকর মাত্রায় মুরগির মাংস খাওয়া মাধ্যমে কোলেস্টেরল কমানো সম্ভব।

প্রজনন ক্ষমতা বাড়ায়

নারী পুরুষ যেই হোক, সন্তান নেওয়া পরিকল্পনা যারা করছেন, তাদের উচিত মুরগির মাংসের ওপর জোর দেওয়া। নারীর প্রজনন ক্ষমতা ও পুরুষের বীর্জের গুনগত মান বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা আছে এই মাংসের।

অন্ত্রের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়

পরিসংখ্যান বলে, যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও ক্যান্সারে মৃত্যুর হারের হিসেবে তৃতীয় অবস্থানে আছে অন্ত্রের ক্যান্সার। এই রোগের পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকে। তবে সেই কারণগুলোকে সামান্য হলেও দমাতে পারবেন খাদ্যাভ্যাসে স্বাস্থ্যকর মাত্রায় মুরগির মাংস থাকলে। আসল কথা হল পরিমাণের দিকে নজর দেওয়ার কথা না বললেই নয়। একটি খাবার যতই স্বাস্থ্যকর হোক, তা অতিরিক্ত খেলে হিতে বিপরীত হবেই। আবার মুরগির মাংস স্বাস্থ্যকর বলে তার ওপর বেশি জোর দেওয়ার কারণে খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্য কমবে। ফলে অন্যান্য অনেক পুষ্টি উপাদান থেকে বঞ্চিত হবেন। প্রোটিনের অন্যান্য উৎস যেমন- সামুদ্রিক মাছ, বীজ ও শুঁটি ধরনের খাবার ইত্যাদিও প্রোটিনের উল্লেখযোগ্য উৎস। আর প্রোটিনের পাশাপাশি এগুলোতে ।

বিরিয়ানির হরেকরকম

উপকরণ: মাংস ১ কিলোগ্রাম, বাসমতী চাল ৭৫০ গ্রাম, আলু ৬টি, সরষের তেল ৩ টেবিল চামচ, গোটা গরমমশলা ১ চা চামচ, পেঁয়াজ ৩টি, আদা-রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, টক দই ২ টেবিল চামচ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়ো অল্প, পাতিলেবু ১টি, নুন স্বাদমতো, তেজপাতা, ঘি, কেশর, বিরিয়ানি মশলা, কেওড়া জল পরিমাণ মতো, দুধ ১ কাপ। প্রণালী: চাল ধুয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে তিন-চার ঘণ্টা। এ বার নুন-হলুদ আর সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো মাখানো আলু সিদ্ধ করে রাখতে হবে। গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি লালচে করে ভেজে নিন। আদা-রসুন বাটা, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, টক দই দিয়ে ভাল করে কষুন। মাংসটা মশলায় দিয়ে কষিয়ে নিন, যতক্ষণ না ৮০-৯০ শতাংশ সিদ্ধ হয়ে আসছে। হাঁড়িতে তেজপাতা, লবঙ্গ, ছোট এলাচ দিয়ে জল ফুটিয়ে তাতে নুন আর অর্ধেক পাতিলেবুর রস দিয়ে ভিজিয়ে রাখা চাল দিয়ে দিন। সিদ্ধ হয়ে এলে সামান্য শক্ত থাকা অবস্থায় ভাতটা নামিয়ে জল ঝরিয়ে থালায় ছড়িয়ে রাখুন। হাঁড়িতে সামান্য ঘি ব্রাশ করে নিন। এ বার পরতে পরতে ভাত, আলু আর মশলা মাখানো মাংস সাজিয়ে বিরিয়ানি মশলা, ঘি আর কেওড়া জল দিতে হবে। এক কাপ দুধে কেশর ভিজিয়ে রাখুন আগে। এটাও দিন প্রত্যেক স্তরে। শেষে ভাল করে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে ঢিমে আঁচে তাওয়ায় বসাতে হবে ৩০ মিনিট।

পর্দা বিরিয়ানি উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, নুন স্বাদ মতো, সাদা তেল ৫ টেবিল চামচ, ইস্ট ১ টেবিল চামচ, গরম জল ১ কাপ, বাসমতী চাল ৩০০ গ্রাম (ভিজিয়ে রাখা), চিকেন ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১টি, রসুন ৪-৫ কোয়া, আদা ১ ইঞ্চি, গোল মরিচ ১ টেবিল চামচ, গোটা ও গুঁড়ো গরমমশলা অল্প, আমন্ড ১০-১২টি, তেজপাতা ২টি, কাঁচা লঙ্কা ৪-৫টি, মটর/চানা ১ কাপ।

প্রণালী: ১ কাপ ঈষদুষ্ণ জলে ইস্ট আর ২ টেবিল চামচ ময়দা গুলে মিনিট পনেরো রেখে দিন। ইস্ট অ্যাক্টিভ হয়ে উঠবে এবং বুদবুদ তৈরি হবে। এতে অল্প নুন স্বাদ মতো মিশিয়ে নিন, সঙ্গে ২ টেবিল চামচ সাদা তেলও। মেশানোর সময়ে অল্প অল্প করে ময়দা দিতে থাকুন। আধঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইয়ে ৩ টেবিল চামচ সাদা তেল দিয়ে তেজপাতা ফোড়ন দিন। এর মধ্যে পেঁয়াজ-আদা-রসুন কুচি দিয়ে মাংসটা দিন। গোটা গরম মশলা, নুন, মরিচ, কাঁচা লঙ্কা মেশান। আমন্ডও দিন। গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে চাপা দিন। কিছুক্ষণ পরে আধসিদ্ধ করে রাখা চাল মিশিয়ে দিয়ে মিনিট দশেক বেশি আঁচে রান্না করুন। এ বার মটর/চানা (আধসিদ্ধ) মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পরে গ্যাস নিভিয়ে বিরিয়ানি রেখে দিন ঠান্ডা করতে। ময়দা বেলে নিন বড় আকারে, কিছুটা পুরু করে। স্টিলের গোল পাত্রে সাদা তেল মাখিয়ে ময়দার খোলস রেখে ভিতরে বিরিয়ানি ভরে মুখটা আটকে দিন। প্রি-হিট করা আভেন বা প্রেশার কুকারে বেক করে নিন মিনিট কুড়ি।

অম্বুর বিরিয়ানি উপকরণ: চিকেন ৫০০ গ্রাম, জিরা রাইস ২ কাপ, পেঁয়াজ ২টি, টম্যাটো ২টি, আদা-রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, জল ঝরানো টক দই ১/৪ কাপ, ধনেপাতা ও পুদিনাপাতা কুচি ৪ টেবিল চামচ, তেজপাতা ১টি, গোটা গরম মশলা অল্প, শুকনো লঙ্কা ২০টি, নুন, তেল ১/৪ কাপ।

প্রণালী: জলে আধঘণ্টা ধরে শুকনো লঙ্কা ভিজিয়ে রেখে মিক্সিতে বেটে নিতে হবে। হাঁড়ির জলে অল্প নুন আর তেল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা চাল সিদ্ধ করে নিন ৩/৪ ভাগ সিদ্ধ হয়ে এলে জল ঝরিয়ে থালায় বিছিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে তেজপাতা, গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে অল্প করে দই, পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা দিয়ে দিন। কাঁচা মশলার গন্ধ চলে গেলে চিকেন দিন। ধনে পাতা, পুদিনা পাতা কুচি, বাকি পেঁয়াজ কুচি আর টম্যাটো কুচি দিন। মশলা রান্না হয়ে এলে শুকনো লঙ্কা বাটা, নুন, বাকি দইটাও দিয়ে দিন। চিকেন সিদ্ধ হলে তার উপরে ভাত স্তরে স্তরে সাজাতে হবে, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা দিয়ে। হাঁড়ির মুখ আটকে কম আঁচে বসান ২০ মিনিট। এই বিরিয়ানি কলাপাতায় পরিবেশন করলেই ভাল লাগবে। হায়দরাবাদি বিরিয়ানি

উপকরণ: বাসমতী চাল দেড় কাপ, চিকেন ৫০০ গ্রাম, বিরিয়ানি মশলা ১/২ চা-চামচ, গোটা গরম মশলা, স্টার অ্যানিস ও মগ্নু অল্প, পেঁয়াজ ২টি (বেরেস্তা), ধনেপাতা কুচি ও পুদিনা পাতা কুচি ৪ টেবিল চামচ করে, ঘি বা সাদা তেল ৪ টেবিল চামচ, গরম দুধে (৩ টেবিল চামচ) কেশর (১/৪ চা-চামচ) ভেজানো।

প্রণালী: বেরেস্তা, টক দই, বাটা ও গুঁড়ো মশলা, বিরিয়ানি মশলা মাংসে মাখিয়ে ঘণ্টাদুয়েক ম্যারিনেট করুন। তেজপাতা, মগ্নু, গোটা গরম মশলা, তেল আর নুন দিয়ে চাল সিদ্ধ করে জল ঝরতে দিন। হাঁড়িতে ঘি মাখিয়ে চিকেন দিন। অল্প তেল ছড়িয়ে আঁচ কমিয়ে রান্না করুন। চিকেন হয়ে এলে ভাত ছড়িয়ে দিন উপরে। অল্প ঘি আর বেরেস্তা দিন। ধনে পাতা কুচি, পুদিনা পাতা কুচি, কেশর ভেজানো দুধ আর বিরিয়ানি মশলা দিতে হবে প্রতি স্তরে। গরম তাওয়ার উপরে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে, ভারী চাপা দিয়ে বসান।

অওয়ধি বিরিয়ানি উপকরণ: মাটন ৫০০ গ্রাম, বাসমতী চাল ৩০০ গ্রাম, ঘি ১০০ গ্রাম, দুধে ভেজানো কেশর ১/২ চা-চামচ, জায়ফল গুঁড়ো দু'চিমটে, পেঁয়াজ ৩টি (বাটা ও কুচি), আদা-রসুন বাটা ৩ টেবিল চামচ, টক দই ২৫০ গ্রাম, গোটা ও গুঁড়ো গরম মশলা অল্প, জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনে গুঁড়ো দেড় চা-চামচ। প্রণালী: ঘি গরম করে গোটা গরম মশলা দিয়ে ভিজিয়ে রাখা চাল দিন। অন্য দিকে আদা-রসুন বাটা, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা, পাতিলেবুর রস দিয়ে মাটন আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। ঘি গরম করে বাটা মশলা ও গুঁড়ো মশলা দিয়ে মাটন কষে নিন। অল্প জল দিয়ে সিদ্ধ করুন। হাঁড়িতে ঘি মাখিয়ে তলায় তেজপাতা সাজিয়ে জল ঝরানো ভাত ও মাটন স্তরে-স্তরে সাজান। জায়ফল গুঁড়ো, কেশর-দুধ, ঘি, বেরেস্তা ছড়িয়ে দিন। শেষে কেওড়া জল, মিঠা আতর দিয়ে হাঁড়ির মুখ সিল করে দমে বসান আধঘণ্টা।

ফুল বা ফল ঝরে গেলে করণীয়

বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ ফসলে সারের অভাবে অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। যেসব সার ফসলের জন্য কম লাগে কিন্তু নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার না করলে ফসলের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয় সেসব সারের মধ্যে বোরন অন্যতম। বোরনের অভাব গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ফুল সংখ্যায় কম আসে এবং ফুল ঝরা বৃদ্ধি পায়। ফল আকারে ছোট হয় ও ফোটে যায়। ফল এবড়ো থেবড়ো বা বিকৃত হয়, আভ্যন্তরীণ দানা পুষ্ট হয় না, অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে যায়। **বোরন সারের কাজ ঃ** গাছের কোষের দেওয়াল শক্ত করে, শিকড় ও ডগার বৃদ্ধি হয়, ফলে ফেটে যাওয়া রোধ করে, নিষক্তিকরণ ও সীম জাতীয় দানাদার ফলের দানার গঠনে সাহায্য করে, ফলন বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগ মাত্রা বা পরিমাণ ঃ ফল গাছে ফুল আসার আগে প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে, ছোট টবে আধা চা চামচ বড় টবে এক চা চামচ আর হাফড্রামে এক টেবিল চামচ। টবের উপরের মাটি এক/দেড় ইঞ্চি তুলে টবের ভেতরের মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে পরে ওই তোলা মাটি গুঁড়া করে সুন্দর করে ঢেকে দিতে হবে। ফল বৃদ্ধির সময় জিংক প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম, বোরন (বোরাক্স/বরিক অ্যাসিড) প্রতি লিটারে ২ গ্রাম একত্রে লিটার জলে মিশিয়ে ২০-২২ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার স্প্রে করলে ফল ঝরে পড়া ও ফাটা উভয় সমস্যা কমে যায়। যেসব গাছে বায়োমাস ফল থাকে ২ মাস পর পর, একবার ফল দেয় ওই গাছে বছরে একবার, দুইবার ফল দেয় ফুল আসার এক মাস আগে একবার বোরন প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে। বোরনের অভাব পূরণে যদি সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে ফসলের ভালো ফলন পাওয়া যায়। বোরন পরিমাণে যেমন খুব বেশি লাগে না, তেমনি বেশি প্রয়োগ করলেও উল্টো ফল দেয় অর্থাৎ বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ফলন কমে যায়। তাই সঠিক মাত্রায় ও সঠিক সময়ে বোরন প্রয়োগ করা জরুরি নয়তো অতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে ফলন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

সজিনা এখন অপ্রধান সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম

সজিনা অপ্রধান সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম। সজিনা অত্যন্ত উপকারী ও পুষ্টিকর সবজি। সমগ্র গীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে দ্রুত বর্ধনশীল সজিনা গাছ মানুষের খাদ্য, পশুর খাদ্য, ঔষুধ, রঙ ও পানিশোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা খুব সহজেই বসতবাড়ির আঙ্গিনায় এবং রাস্তার পাশ জন্মানো যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া সজিনা চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এদেশে প্রধানত তিন ধরনের সজিনা পাওয়া যায়। শ্বেত সজিনা, রক্ত সজিনা ও নীল সজিনা নামে পরিচিত। তবে এদেশের মানুষের কাছ-কে সজিনা ও কে লাজনা বলে পরিচিত। সজিনার আদি নিবাস ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ও পাকিস্তান। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এটি হেজ হিসেবে এবং বসতবাড়িতে সবজি হিসাবে ব্যবহারর জন্য রোপণ করা হয়। সজিনা মাঝারি আকৃতির পত্রঝরা বৃক্ষ, ৭-১০ মিটার উঁচু হয়। এর বাকল ও কাঠ নরম। যৌগিত পত্রের পত্রাক্ষ ৪০-৪৫ সেমি. লম্বা হয়, এতে ৬-৯ জোড়া ১-২ সেমি. লম্বা বিপরীতমুখি ডিম্বাকৃতি পত্রক থাকে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস সজিনা গাছে ফুল আসে। মুকুলের ডাঁটাগুলো বিস্তৃত, গুচ্ছবৃদ্ধ ও ৫-৮ সেমি. লম্বা। মিষ্টি গন্ধে সবুজ আভাযুক্ত সাদা ফুল ২ ৩ সেমি. ব্যাসের হয়। লম্বা সবুজ বা ধূসর বর্ণের সজিনা ফল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এক একটি ফল ৯টি শিরাযুক্ত ২২-৫০ সেমি. বা কখনো কখনো এর বেশি লম্বা হয়। সজিনা ও লাজনা এই দুই প্রকারই এদেশে চাষ করা হয়। তবে কৃষ্ণ সজিনা বনৌষধি হিসেবে খুব বেশি উপকারী কিন্তু এটি খুব বিরল। সজিনা অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গবেষণায় দেখা যায় যে, সজিনা ও লাজনা এদেশের লবণাক্ত এলাকা ছাড়া পাহাড়ি এলাকাসহ সারা বাংলাদেশেই অতি সহজেই জন্মানো সম্ভব। পুষ্টিমূল্য ও ব্যবহার। সজিনা গাছের বিভিন্ন অংশ ঔষুধ, সুগন্ধি, তেল লুব্রিক্যান্ট হিসেবে এবং কসমেটিকস শিল্পে এর ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত। তবে সজিনার কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাতা, ফুল ও ফল তরকারী ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গাছের ছাল থেকে দড়ি তৈরি করা যায়। ঔষুধি বৃক্ষ হিসেবে সজিনা যথেষ্ট মূল্যবান। সজিনার পাতা ও ফলে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন, প্রোটিন, বিটামিন-সি ও আয়রন থাকে। এছাড়াও সজিনা গাছর বিভিন্ন অংশ থেকে এন্টিসেপটিক বাতজ্বরের চিকিৎসা ও সাপের কামড়ের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বীজচূর্ণ ব্যাকটেরিয়াজনিত চর্মরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। সজিনার মূলের বাকল বায়ুনাশক, হজম বৃদ্ধিকারক, স্নায়ুবিক দুর্বলতা ডাঁটার ব্যথা, হিস্টিরিয়া, হৃৎপিন্ড ও রক্তচলাচলের শক্তি বর্ধক হিসেবে কাজ করে। সজিনা ডাঁটার নির্যাস যকৃত ও প্লীহার অসুখে, ধনুষ্টংকার ও প্যারালাইসিস, কৃমিনাসক, জ্বরনাশক হিসেবে কাজ করে। সজিনা ডাটা ও ফুল ভাজা বা তরকারী করে খেলে জল ও গুটি এ দু'ধরনের বসন্তে আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে না। সজিনা ডাটাতে সোডিয়াম ক্লোরাইড নেই বললেই চলে। কাজেই এতে ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রিত থাকে। সজিনা ডাটায় ডায়েটরী ফাইবার থাকার করাণে নিয়মিত সজিনা ডাটা খেয়ে ব্লাডসুগার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সজিনা ডাটা রক্ত শূন্যতায়ও কাজ করে।

যেসব প্রসাধনী কেবল রাতে ব্যবহার করা উচিত

ত্বকের যত্নে সবচেয়ে ভালো ও কার্যকর প্রসাধনী বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেন সবাই। তবে কোন পণ্য কখন ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেকক্ষেত্রেই তা ভালো ফলাফল দেয় না।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কেবল রাতে ব্যবহার করতে হয় এমন কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে জানানো হল।

রেটিনল: ত্বক পুনর্গঠন করতে রেটিনল উপকারী। এটা বলিরেখা, ব্রণ ও ত্বকের পিগমেন্টেইশন কমায়। তাই রাতে ব্যবহারের জন্য রেটিনল সমৃদ্ধ প্রসাধনী বেশি ভালো।

অনেকেই মনে করেন, রেটিনল ত্বককে সূর্যের প্রতি সংবেদনশীল করে ফেলে। কথাটা, আংশিক সত্যি। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ হল, সূর্যালোক রেটিনলের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। তাই দিনে রেটিনল সমৃদ্ধ পণ্য ব্যবহার কম কার্যকার হয়।

এক্সফলিয়েটিং অ্যাসিড: ত্বক এক্সফলিয়েট করতে 'এএইচএ' ও 'বিএইচএ' বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান। এগুলো ত্বকের ওপরের মৃত কোষ দূর করে। ফলে ত্বক স্বাস্থ্যকর ও সতেজ লাগে। বলা যায়, ত্বককে কোমল ও মসৃণ করতে এগুলো বেশ উপকারী।

গ্লাইকোলিক অ্যাসিড ও স্যালিসাইলিক অ্যাসড সমৃদ্ধ প্রসাধনী ব্যবহার ত্বকের সুরক্ষার স্তর দুর্বল করে ফেলে। এ ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার ত্বককে আলো, বাতাস ও তাপের প্রতি সংবেদনশীল করে ফেলে।

এসব কারণে এই ধরনের উপাদান সমৃদ্ধ প্রসাধনী রাতে ব্যবহার করা উচিত।

ফেইস অয়েল: প্রাকৃতিক 'কোল্ড প্রেসড' তেল পুষ্টির ভাণ্ডার যা ত্বককে মসৃণ করে। এগুলো ত্বকের সুরক্ষার স্তরকে মজবুত করে ও উজ্জ্বলতা বাড়ায়। অনেক ফেইস অয়েলের সঙ্গে ত্বকের জন্য উপকারী নানা রকমের 'এসেনশল অয়েল' যোগ করা হয়।

'এসেনশল' তেলে মিথোক্সিপসোরালেন থাকায় তা তাপ, ঘাম ও সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে এসে ত্বকে জ্বলুনির সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও ভারী তেল ত্বকে ময়লা ও ব্যাক্টেরিয়া আটকে রাখে। ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেকারণে এসব পণ্য রাতের জন্যই ভালো। 'নাইট ক্রিম' ও 'স্লিপিং মাস্ক': এই ধরনের ক্রিম অপেক্ষাকৃত ভারী ও সারা রাত ত্বককে পুনর্গঠন ও মসৃণ করতে পারবে এমনভাবে তৈরি করা হয়। ফলে সকালে ত্বক আর্দ্র, মসৃণ, টানটান ও সতেজ লাগে দেখতে।

তবে দিনে এই ধরনের ক্রিম ব্যবহার ত্বকের তেল ও ঘামের নিঃসরণের ওপর প্রভাব রাখে। যা পরে লোমকূপ আবদ্ধ করে ফেলা ও 'ব্রেকআউট'য়ের মতো সমস্যা সৃষ্টি করে।

ভুয়ো ছবি ও সংবাদ ছড়ানোর অভিযোগে সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে বাঁকুড়ায় এফআইআর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

বাঁকুড়া, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : ভুয়ো ছবি ও সংবাদ ছড়িয়ে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও অশান্তির পরিবেশ তৈরির অভিযোগ এনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে বাঁকুড়া সদর থানায় এফআইআর দায়ের করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

সোমবার দুপুরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি তীর্থঙ্কর কুন্ডুর নেতৃত্বে একদল কর্মী-সমর্থক মিছিল করে বাঁকুড়া সদর থানার সামনে হাজির হন। তাঁরা বিজেপি ও সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে অভিযোগ করেন, পরিকল্পিতভাবে রাজ্যে দাঙ্গা ও বিভেদের বাতাবরণ তৈরি করার ষড়যন্ত্র চলছে।

থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিয়ে তীর্থঙ্কর কুন্ডু বলেন,রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চাই। কিন্তু সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের একটি ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো ছবি ও খবর প্রকাশ করেছেন। অন্য ঘটনার ছবি ব্যবহার করে মুর্শিদাবাদের ঘটনার সঙ্গে জুড়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপের দাবি করছি।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তারা রাজ্যে শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর এবং এই ধরনের উস্কানিমূলক প্রচারের বিরুদ্ধে প্রশাসন যাতে কঠোর পদক্ষেপ নেয়, তার দাবি জানানো হয়েছে।

কোন্নগরে গঙ্গায় তলিয়ে গেল দুই ছাত্র

হুগলি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): কোন্নগর বারো মন্দির ঘাটে স্নান করতে নেমে গঙ্গায় তলিয়ে গেল ২ ছাত্র। তাদের নাম আমন সিং ও আদর্শ সিং। দুজনেরই বয়স ১৫ বছর। তারা রিষড়া বাঙ্গুর পার্কের স্টেপিং স্টোন স্কুলের পড়ুয়া। ইতিমধ্যেই তাদের খোঁজ শুরু করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। জানা গেছে, সোমবার সকালে কোন্নগর ব্যাপকালি মাঠে খেলতে আসে কয়েকজন স্কুল পড়ুয়া। খেলা শেষে একসঙ্গে পাঁচজন কোন্নগরের বারো মন্দির ঘাটে স্নান করতে যায়। হঠাৎই দুজন তলিয়ে যায়। তিনজন উঠে গেলেও বাকি দুজন আর জল থেকে উঠতে পারেনি। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ডুবুরি নিয়ে এসে দুই নাবালককে উদ্ধারের কাজ শুরু করে।

ধর্মতলা থেকে দিল্লি গেলেন চাকরিহারাদের একদল প্রতিনিধি

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশে চাকরিহারা প্রার্থীরা আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। কথামতোই সোমবার ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল থেকে বাসে প্রায় ৭০-৭৫ জন চাকরিহারা প্রার্থী রওনা দিলেন দিল্লির যন্তরমন্তরের পথে।

এবার সেখানে প্রতিবাদে ধর্না দেবেন তাঁরা। দিল্লির পথে যাওয়ার আগে 'অযোগ্য'দের দিকে আঙুলও তুললেন তাঁরা। দিল্লির রওনা হওয়ার আগে চাকরিহারাদের একাংশ প্রশ্ন তোলেন, "আমরা কারা, যোগ্য যারা। কিন্তু যারা রাজপথে মিছিল করে নিজেদের যোগ্য বলে দাবি করছেন তাঁদের কাছে কি এই প্রমাণ আছে?"

প্রথমে ১৫০ জন যাওয়ার কথা থাকলেও ৭০-৭৫ জন দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আর্থিক অবস্থা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের একজন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "আমাদের কোনও বিরোধ নেই তাঁদের সঙ্গে। আমাদের চাকরিটা চলে গেল তাঁদের জন্য এবং যারা এই বেনিয়ম পথে চাকরি দিয়েছে।"

আরও এক প্রার্থী জানান, "সিবিআই যে তদন্ত করেছে তাতে ১৭ রকমের দুর্নীতি হয়েছে তারা খুঁজে পেয়েছে। এবং তাদের মধ্যে কারা 'অযোগ্য' সেটাও তারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আমরা তাদের 'অযোগ্য' বলছি না। এটা প্রমাণিত।"

জঙ্গিপুরে ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, স্পর্শকাতর এলাকায় নিয়মিত টহলদারি

মুর্শিদাবাদ, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): জঙ্গিপুর মহকুমায় অশান্তির মোকাবিলায় বর্তমানে ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। এ ছাড়া, সীমান্ত এলাকায় রয়েছে বিএসএফ।

রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত একটি স্পেশ্যাল মনিটারিং দল নীল নকশা তৈরি করে স্পর্শকাতর তিনটি থানা এলাকায় নিয়মিত টহলদারি চালাচ্ছে। শমসেরগঞ্জের দু'টি, ধুলিয়ান ও সুতি এলাকার একটি করে, মোট চারটি এলাকাকে অতি স্পর্শকাতর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে রয়েছে বাড়তি নজরদারি।

পুলিশ সূত্রে খবর, সুতি থানা এলাকায় তিন কোম্পানি, শমসেরগঞ্জ এবং ধুলিয়ানে সাত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। ধুলিয়ান পুর এলাকায় পাড়ার মোড়ে চার থেকে ছ'জন সশস্ত্র জওয়ান রয়েছেন। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সংযোগকারী জাতীয় সড়কেও তিন কোম্পানি আধাসেনা মোতায়েন রয়েছে।

রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকেরা জেলায় রয়েছেন। অশান্তিতে কোনও উস্কানি দেওয়া হচ্ছে কি না, তাঁরা দেখছেন।

প্রসঙ্গত, রবিবার থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে শান্তি বৈঠক হয়েছে মুর্শিদাবাদের থানাগুলিতে। বুথভিত্তিক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে পঞ্চায়েত স্তরে। জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র অশান্তিকবলিত এলাকাগুলিতে গিয়েছেন।

সূত্রের খবর, কোথায় কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে পারে জেলা প্রশাসন।

নববর্ষে চার প্রাদেশিক ভাষায় ভিডিয়ো-সহ পৃথক শুভেচ্ছা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): অসম, তামিলনাড়ু, ওড়িশা ও কেরল এই চার অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষায় ভিডিয়ো দিয়ে পৃথক শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। সঙ্গে ইংরেজিতেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "বোহাগ বিহু উপলক্ষে অসমে আমাদের বোন ও ভাইদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ব্রহ্মপুত্রের তীরে স্পন্দিত অসমীয়া নববর্ষকে স্বাগত জানাই। এর আনন্দ সকলের জন্য সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বয়ে আনুক।

'পুথান্ডু' উপলক্ষে তামিলনাড়ুর আমাদের বোন ও ভাইদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা প্রতিশ্রুতিশীল নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছি। দিনটি সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির সকল মঙ্গল বয়ে আনুক।

'মহা বিষুব সংক্রান্তি' উপলক্ষে ওড়িশার আমার বোন ও ভাইদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ওড়িয়া নববর্ষের আগমনে, মহাপ্রভু সকলের উপর আনন্দ, মঙ্গল এবং সমৃদ্ধির আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।

কেরলের আমাদের বোন ও ভাইদের মহা বিষুব সংক্রান্তির শুভেচ্ছা। নতুন বছরের উদযাপন আমাদের সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্যের সাথে আশীর্বাদ করুক। আমাদের গৌরবময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শিকড়কে আরও গভীর করুক।"

১ বৈশাখ রাজ্য জুড়ে সরকারি স্তরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের ডাক

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখ। নতুন বছরের প্রথম দিন পশ্চিমবঙ্গ ১৪৩২ বঙ্গাব্দে পা রাখবে। বস্তুত, আগামী বছর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে তৃণমূল এই দিনটিতে 'বাঙালি গরিমা'য় আরও শান দিতে চাইছে।

বৈশাখের প্রথম দিনটিকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। উদ্যোগী হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সরকারি ছুটি হলেও রাজ্য জুড়ে সরকারি স্তরে পালিত হবে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের অনুষ্ঠান।

এ বছর বাংলা নববর্ষে সরকারি অফিসে ছুটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রসদনে সরকারের তরফেই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদ্‌যাপনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দিনটিকে 'বাংলা দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রসদনের একতারা মুক্তমঞ্চে পয়লা বৈশাখ সকাল ৮টা থেকে দিনভর চলবে বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত নানা অনুষ্ঠান। পাশাপাশি, রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে বিকেলে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের উপস্থিতিতে 'বাংলা দিবস' পালিত হবে। সেখানে জনপ্রিয় শিল্পীদের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

জেলা স্তরেও তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 'বাংলা দিবস' পালন করবে। প্রসঙ্গত, এ বছর অনেক আগে থেকেই লিখিত বিবৃতি জারি করে তৃণমূলের রাজ্য সংগঠন থেকে শুরু করে জেলা, ব্লক ও বুথ স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। লিখিত নির্দেশে 'বাঙালি গরিমাকে জাগিয়ে তুলতে দিনটি পালন করতে বলেছেন তিনি। তাই তৃণমূলের নেতারা পয়লা বৈশাখে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের কর্মসূচিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এ বার বিজেপির 'কড়া' হিন্দুত্বের প্রচার দেখে কৌশলে বদল এনেছে তৃণমূল। হিন্দুত্বের পাল্টা 'বাঙালি গরিমা' তুলে ধরতে বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনটিকেই বেছে নিয়েছে শাসক দল।

দিল্লিতে যাওয়া চাকরিহারারা তৃণমূলের দালাল, কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): নিজেদের সমস্যার কথা গোটা দেশকে জানাতে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিলেন চাকরিহারাদের একাংশ। যন্তরমন্তরে অবস্থানেও বসতে চলেছেন তাঁরা। সবটাই শুভেন্দু অধিকারীর কাছে নাটক মনে হল। কেন? সোমবার সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

সোমবার থেকে একগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ঐক্য মঞ্চের চাকরিহারারা। যার মধ্যে রয়েছে রাজভবন অভিযানও। আর এই কর্মসূচির মধ্যেই নাটক খুঁজে পেয়েছেন তিনি। তাঁদের কটাক্ষ করতেও ছাড়লেন না শুভেন্দুবাবু।

তাঁর কথায়, 'তৃণমূলের দালালরা দিল্লি যাচ্ছে। মেহবুব বলে ছেলেটা নিয়ে যাচ্ছে, সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্দনা করছিল। ওসব ড্রামাবাজি জানা আছে। দিল্লি পুলিশ আছে। লাঠির সাইজ আট ফুট।'

বিজেপি বিরোধিতায় সুর চড়িয়ে আইএসএফ-এর সমাবেশ

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): জাতীয় পতাকা নিয়ে সোমবার শ'য়ে-শ'য়ে আইএসএফ কর্মী-সমর্থক এক মিছিলে সামিল হলো। 'ওয়াকফ বিল মানব না, দাঙ্গাবাজ সরকার আর নেই দরকার' এই ধ্বনি তুলে বিজেপি বিরোধিতায় সুর চড়ায় তারা।

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে এবার কলকাতায় এই মিছিল বার করে আইএসএফ। মৌলালি-রামলীলা ময়দান পর্যন্ত মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, 'এই সমস্যা শুধু মুসলমানদের নয়, এটা সংবিধান রক্ষার আন্দোলন।' এর আগে, ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে এদিন উত্তাল হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। সোমবার ভাঙড়ের বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ শুরু করে আইএসএফ কর্মীরা। প্রতিবাদকারীদের মিছিল আটকাতে আগেভাগে ব্যারিকেড করে রেখেছিল পুলিশ। এ নিয়ে একপ্রস্থ অশান্তি হয়।

মেডিক্লেম নিয়ে অভিযোগ, ১১টি সংস্থাকে ডেকে পাঠাল রাজ্য

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): স্বাস্থ্য বিমায় বেনিয়ম ঠেকাতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। ১১টি মেডিক্লেম সংস্থার আধিকারিকদের তলব করল স্বাস্থ্য কমিশন। ২১ এপ্রিল আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মেডিক্লেম সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান এবং আধিকারিকরা।

মেডিক্লেম নিয়ে মানুষের এত অভিযোগ কেন? কারণ খোঁজা এবং সমাধান বের করাই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। জানিয়েছেন স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরকারি বা বেসরকারি, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে মেডিক্লেমের প্রিমিয়ামের টাকা। অথচ আপৎকালীন সময়ে হাসপাতালের বিলের টাকা মেটাতে টালবাহানা করার ভূরি ভূরি অভিযোগ রয়েছে গ্রাহকদের। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি ক্যাশলেস মেডিক্লেম করিয়েছেন। অথচ সেই সুবিধা না মেলার অভিযোগ ভূরি ভূরি। নগদে চিকিৎসা করিয়ে পরে টাকা দাবি করতে হচ্ছে ইন্সুরেন্স কোম্পানির থেকে। এমন অভিযোগও ওঠে। এছাড়া বেসরকারি হাসপাতালে নগদে চিকিৎসা করানো হয় বিল হয়, ক্যাশলেস মেডিক্লেম কার্ড থাকলে, বিল বেশি করে হাসপাতাল। এর ফলে রোগীর পকেট থেকে বাড়তি টাকা না গেলেও, মেডিক্লেমের ব্যালেন্স কমে যায়। পরোক্ষে আর্থিক ক্ষতি হয় রোগীরই। এই পরিস্থিতিতে মেডিক্লেম সংস্থাগুলির তরফেও মাঝেমধ্যে কিছু অভিযোগ জমা পড়ে কমিশনে। এক শ্রেণির অসাধু নার্সিংহোম, ভুয়ো রোগীর ভুয়ো বিল বানিয়ে মেডিক্লেমের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগও ওঠে। তারও সমাধান খোঁজার চেষ্টা হবে। খবর স্বাস্থ্য কমিশন সূত্রে। প্রসঙ্গত, মেডিক্লেম সংস্থা নিয়ে অভিযোগ বহুদিন ধরে বহু মানুষেরই। হাজারো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিমা করানোর পরও প্রয়োজনের সময় হাজারো নেতিবাচক কথা শুনতে হয়েছে অনেককেই। নানা যুক্তি দেখিয়ে মেডিক্যাল বিলের থেকে অনেক কম বিল মেটানোর মতো অভিযোগও ওঠে অহরহ। বছরের পর বছর প্রিমিয়াম গুনেও বিপদের সময় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখার অভিযোগও বিস্তর।

পলায়ন নিয়ে চুপ ফিরহাদ

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদে হিংসার পর থেকেই ভয়ে আতঙ্কে অনেকেই মালদা এসে পৌঁছেছেন। মালদার ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান-সহ অন্যান্য এলাকার বাসিন্দারা। এই পলায়ন নিয়ে চুপ থাকলেন মন্ত্রী তথা কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সোমবার ফিরহাদ বলেছেন, এমন কোনও ব্যাপার নয়, এখানে সব ঠিকই আছে। ভয়ে কোথাও বাংলাতেই যাচ্ছেন। বাংলা সুরক্ষিত বলেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছেন।

ফিরহাদ হাকিম আরও বলেছেন, 'সব কিছু ঠিক আছে। এর থেকে অনেক বড় ঘটনা গুজরাটে হয়েছিল, এরপরও মানুষ চুপ ছিল। যে ঘটনা ঘটেছে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। নেপথ্যে কে আছে তা পুলিশ খুঁজে বের করবে, এটা আমার বিশ্বাস। কিন্তু, এই ঘটনা ঘটা উচিত নয়, যেহেতু এটি বাংলার পবিত্র ভূমি। প্রদর্শন করার হলে দিল্লিতে গিয়ে করুন, এখানে কেন?'

বিজেপি ৪ বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে ডাঃ বি আর আম্বেদকরের জন্ম বার্ষিকী পালন করেন।

মুর্শিদাবাদের সঙ্কটাপন্ন হিন্দুদের পাশে দাঁড়াতে আর্জি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): এই বার্তা দিয়েছেন তিনি। মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের জরুরি সহায়তার আবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, ইসকন, রাজ্যপাল এবং অন্য শুভানুধ্যায়ীদের কাছে এই বার্তা দিয়েছেন তিনি।

রবিবার রাতে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি, সমসেরগঞ্জ, জঙ্গিপুর, ধুলিয়ান, ফারাক্কা এবং অন্যান্য এলাকায় হিন্দুদের উপর সাম্প্রতিক অশান্তি এবং সংঘবদ্ধ আক্রমণের ফলে অনেক হিন্দু পরিবার বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। শত শত হিন্দু বাস্তুচ্যুত হয়ে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে। যারা সরে যেতে পারেনি তারা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য লড়াই করছে। তাদের বাড়িঘর লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়েছে। এমনকি তাদের পানীয় জলের উৎস যেমন পুকুর এবং কূপগুলিও বিষাক্ত করা হয়েছে। আজ কিছু মানুষ বিএসএফ কর্মীদের সহায়তায় তাদের বাড়িতে ফিরে এসেছে। জেলা প্রশাসন এবং জেলাগুলির পুলিশ সুপাররা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য এই অঞ্চলগুলিতে লোকদের পৌঁছাতে দিচ্ছে না। আমি এই বিষয়ে ইমেল পাঠাচ্ছি কিন্তু এখনও তাদের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাইনি।

এই মুহূর্তে, আমি রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং ইসকনের মতো জনহিতকর সংস্থাগুলিকে খাদ্য সামগ্রী এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করে এই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাতে চাই। এছাড়াও, যে কোনও দয়ালু ব্যক্তি যাদের এই অঞ্চলগুলিতে প্রবেশাধিকার রয়েছে এবং সাহায্য করতে ইচ্ছুক, কিন্তু লজিস্টিক সহায়তার জন্য স্থানীয় যোগাযোগের প্রয়োজন, তারা আমাকে যোগাযোগের জন্য ইমেল পাঠাতে পারেন: adhikarisuvenduwb1@gmail.com আপনার অবদান বিশাল পরিবর্তন আনতে পারে আমি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডঃ সি.ভি. আনন্দ বোসকে অনুরোধ করতে চাই যে তিনি দয়া করে রেড ক্রস সোসাইটির পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করতে সাহায্য করুন।"

গুনায় ভিএইচপি ও বজরং দলের বিক্ষোভ, কড়া পদক্ষেপ নিল পুলিশ

গুনা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় পাথর নিক্ষেপের ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার মধ্যপ্রদেশের গুনায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) ও বজরং দল। এই বিক্ষোভকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের সদস্যরা হনুমান চকে বিক্ষোভ দেখান, পরে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে মৃদু লাঠিচার্জ করে। গুনার এসপি সঞ্জীব কুমার সিনহা বলেন, 'পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক এবং পুলিশ বাহিনী যথাযথভাবে মোতায়েন করা হয়েছে। আমরা দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব। এখনও পর্যন্ত ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

বাংলা হিংসার আগুনে পুড়ছে, মন্তব্য ভিএইচপি-র সুরেন্দ্র জৈনের

রোহতক, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে হিংসার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র জৈন। তাঁর কথায়, বাংলা হিংসার আগুনে পুড়ছে। মুর্শিদাবাদের হিংসা সম্পর্কে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র জৈন সোমবার বলেছেন, 'হিংসার আগুনে পুড়ছে বাংলা। রাজ্য সরকার তা থামাতে রাজি নয়। তারা কি জানত না যে মুর্শিদাবাদ পিএফআই-এর একটি শক্ত ঘাঁটি? নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, পিএফআই সেখানে প্রকাশ্যে কাজ করছিল। মুসলিম যুবকরা অস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমেছে, পুলিশ অফিসারদের লক্ষ্য করে, থানা লুট করছে এবং হিন্দু মহিলাদের বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করছে।'

গাছ থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার মহিলা ও যুবকের

মির্জাপুর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলাতে একটি পুকুরের ধারে গাছ থেকে এক মহিলা ও যুবকের মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়। পুলিশ মৃতদের পরিচয় শনাক্ত করে দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃতদের নাম গোপাল দুবে (২২) এবং গায়ত্রী (৩০)। গায়ত্রী মধ্যপ্রদেশের সতনা জেলার বাসিন্দা ছিলেন এবং দিন কয়েক আগে গ্রামের বাড়িতে আসেন। তাঁর দুটি সন্তান রয়েছে। সোমবার সকালে গ্রামবাসীরা পুকুরের পাশে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান মৃতদেহ দুটি।

দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারে ধাক্কা আরেক ডাম্পারের, মৃত চালক

জালাউন, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের জালাউনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্পারে ধাক্কা মারে আরেকটি দ্রুতগামী ডাম্পার। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাঁসি-কানপুর জাতীয় সড়কে সোমবার সকালে। ঘটনায় একটি ডাম্পারের চালক জীতু (৩২) মারা যান ও খালাসি কুলদীপ গুরুতর আহত হন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , দুজনেই কানপুর থেকে ঝাঁসির দিকে যাচ্ছিলেন। ভড়ুয়া মজারের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ডাম্পারের কেবিন দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়ায় দু'জনেই ভিতরে আটকে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় চালকের দেহ ও আহত খালাসিকে উদ্ধার করে। আহত খালাসিকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দেওরিয়াতে দুর্ঘটনার কবলে বাস, আহত কমপক্ষে ৩১ জন

দেওরিয়া, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলাতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি বাস। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩১ জন যাত্রী। সোমবার দুপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্যাঙ্কার ওই বাসে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি গোরক্ষপুর থেকে যাত্রী নিয়ে দেওরিয়ার দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, বাস দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৩১ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে গোরক্ষপুর মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়েছে।

রানিগঞ্জে বাস দুর্ঘটনা, আহত একাধিক

রানিগঞ্জ, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): একটি র‍্যালিতে যোগ দিতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার একটি যাত্রীবোঝাই বাস। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে। জানা গেছে, বাসের মধ্যে থাকা ৬ জন এই ঘটনায় আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে মহিলা ও শিশুও আছে বলে জানা গেছে। জানা যাচ্ছে, জামুড়িয়ার চিচুড়িয়া থেকে বাসে করে যাত্রীরা একটি র‍্যালিতে যোগ দিতে যাচ্ছিল। তখনই ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্পারের পিছনে গিয়ে ওই যাত্রীবোঝাই বাস সজোরে ধাক্কা মারে। তাতেই আহত হন বাসের চালক-সহ ৬ জন।

ওয়াকফ-কান্ডের প্রতিবাদে যেতে বাধা, পুলিশ-আইএসএফ সংঘর্ষ ভাঙড়ে, অবরোধ

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে উত্তপ্ত হল ভাঙড়। সংঘর্ষে জড়াল পুলিশ এবং আইএসএফ কর্মীরা। পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে আইএসএফ কর্মীরা বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করেন।

সোমবার কলকাতার রামলীলা ময়দানে ওয়াকফ নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি ছিল। আইএসএফ কর্মীদের দাবি, তাঁরা সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। সেখানে ভাঙড়, মিনাখাঁ এবং সন্দেশখালির আইএসএফ কর্মী-সমর্থকেরা ছিলেন। কিন্তু বাসন্তী হাইওয়ের উপর বৈরামপুরের কাছে তাঁদের গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ।

ভোজেরহাটেও তিন রাস্তার মোড় গার্ডরেল দিয়ে ঘিরে দেয় পুলিশ। বাধা পেয়ে সেখানে বিক্ষোভ দেখান আইএসএফ কর্মীরা। পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি হয়। গার্ডরেল ভাঙার চেষ্টা করেন তাঁরা। এর পরেই সেখানেই পথ অবরোধ করা শুরু করেন আইএসএফ কর্মীরা।

অবরোধের জেরে কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা সংযোগকারী বাসন্তী হাইওয়েতে যানজট তৈরি হয়। পুলিশের তরফে মাইকে প্রচার করে বিক্ষোভকারীদের রাস্তা ফাঁকা করে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে অনেকটা সময় নেয়।

প্রসঙ্গত, আঞ্চলিক বিভাজনে ভাঙড় দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্ভুক্ত হলেও এলাকার শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব কলকাতা পুলিশের। নয়া ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে গত কয়েক দিন ধরেই উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ। প্রতিবাদ-মিছিল হয়েছে কলকাতাও।

বিষ্ণুপুরে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, মৃত এক, আহত একাধিক

বিষ্ণুপুর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার ভয়াবহ দুর্ঘটনা বিষ্ণুপুরে। ১১৭ নং জাতীয় সড়কে লরি ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক, আহত কমপক্ষে ১০ জন। ঘটনাটি ঘটেছে বিষ্ণুপুর থানা সংলগ্ন ধানকল মোড়ে। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলিকে ক্রেন দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা যাচ্ছে, কলকাতার দিকে যাচ্ছিল একটি বাস। ঠিক সেই সময় উল্টোদিক থেকে আসছিল ট্রাক। তখনই ঘটে দুর্ঘটনা।

পার্ক স্ট্রিটে দুর্ঘটনা; ডিভাইডারে উঠে গেল বাস, আহত ৫ যাত্রী

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): মহানগরী কলকাতায় ফের বাসের দৌরাত্ম্য! সোমবার সকালে পার্ক স্ট্রিটের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝে ডিভাইডারে উঠে গেল একটি সরকারি বাস। সোমবার সকালে হাওড়া-যাদবপুর রুটের একটি সরকারি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, বাসটি যাদবপুরের দিকে যাচ্ছিল। এই দুর্ঘটনায় ৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার পার্কস্ট্রিট-ময়দান এলাকায়। দুর্ঘটনায় পাঁচজন যাত্রী জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর।

প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, বাসটি যাদবপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়েই পার্ক স্ট্রিটের কাছে ডিভাইডারের উপরে উঠে যায় সেটি। কী ভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, একটি বেসরকারি বাসের সঙ্গে রেষারেষি চলছিল দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির। সেই সময়েই ডিভাইডারে ধাক্কা মারে সেটি। পার্ক স্ট্রিট ময়দান থানা এলাকার প্রথবানন্দ সরণী এবং অকল্যান্ড রোডের সংযোগস্থলে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দু'টি বাসের মধ্যে রেষারেষি চলছিল। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই সরকারি বাসটি রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। রেলিং ভেঙে সেটি ডিভাইডারের উপর উঠে যায়। বাসের সামনের দিকটি ভালোরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একাধিক যন্ত্রাংশ খুলে বেরিয়েও আসে বাইরে।

ওয়াকফ-বিরোধী প্রতিবাদে উত্তাল শিলচর, মুসলিম সংগঠনের ডাকে জমায়েত শত শত মানুষ, পাথরবৃষ্টি, পুলিশের লাঠিচার্জ

শিলচর (অসম), ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : ওয়াকফ সংশোধিত আইনের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদের নামে শিলচরের কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মুসলিম সংগঠনের ডাকে শত শত মানুষ রাস্তায় নেমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করেন সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে। প্রতিবাদকারীদের ক্ষান্ত করতে গেলে পুলিশকে লক্ষ করে বেজায় পাথর ছোঁড়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং প্রতিবাদকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে মৃদু লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী।

আজ রবিবার সকালে ওয়াকফ সংশোধিত আইনের বিরুদ্ধে শতাধিক মুসলমান জনতার জমায়েত ঘটে শিলচরের বেরেঙ্গা নিউরোড পয়েন্টে। সেখান থেকে হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে প্রতিবাদী জনতা ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে শীঘ্র 'ইসলাম-বিরোধী' সংশোধিত ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবি তুলেন। এই আইন প্রত্যাহার করা না হলে দেশব্যাপী তাঁদের আন্দোলন তীব্রতর করার হুংকার দেওয়া হয়। মিছিলটি চামড়া গুদাম, বেরেঙ্গা, পুরাতন লক্ষ্মীপুর রোড এলাকায় আসে। ইতিমধ্যে মিছিলে পা মেলান শত শত মুসলমান জনতা। মিছিলটি শিলচর শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

এদিকে পুরাতন লক্ষ্মীপুর রোড, ওয়াটার ওয়ার্কস রোড, কালীবাড়ি রোড, ফাটক বাজার সহ একাধিক স্থানে ব্যারিকেড গড়ে তুলে পুলিশ। তা সত্ত্বেও মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা জোরজবরদস্তি ব্যারিকেড ভেঙে এবং টপকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। তখন কয়েক জায়গায় পুলিশের সঙ্গে ঠেলাধাক্কা, ধস্তাধস্তি হয়। এক সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় প্রতিবাদকারীরা।

চামড়া গুদাম এলাকায় বিক্ষোভকারীদের আরেকটি দল আগের মিছিলে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। বাঁশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মানব ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন সরাসরি সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। কোনওভাবে বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না দেখে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ।

এদিকে পুরাতন লক্ষ্মীপুর রোডে আবারও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ভাঙা ইট, পাথর ছুঁড়েছে। তখন রাজ্য পুলিশ ও সিআরপিএফ ফের লাঠিচার্জ করে।

পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে জেলা প্রশাসন। অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার অন্তরা সেন, সাউদার্ন রেঞ্জের ডিআইজি কঙ্কনজ্যোতি শইকিয়া ঘটনাস্থলগুলিতে ছোটাছুটি করছেন। এছাড়া প্রতিবাদকারীদের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন এবং অন্যান্য ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিক জানিগঞ্জ, সদর থানা রোড এবং দেওয়ানজি বাজারের ব্যস্ততম সংযোগস্থল কালীবাড়ি পয়েন্টে অবস্থান করেন। জায়গায় জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে সিআরপিএফ এবং কমান্ডো ব্যাটালিয়নের বিশাল বাহিনী। পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো জানান, এ মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন। বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ ও সিআরপিএফ টহল দিচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডে আম্বেদকর জয়ন্তী উদযাপন, থানায় মিষ্টি বিতরণ করে নজিরবিহীন সম্মান

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রদ্ধা ও সম্মানের মধ্য দিয়ে পালিত হলো ডঃ ভিমরাও আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী। এই দিনটি উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড (টিপিসিএল)-এর সমস্ত সার্কেল ও বিভাগে বিশেষ অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। তবে এবারের উদযাপনের বিশেষ দিক ছিল — রাজ্যের বিভিন্ন থানায় পুলিশ কর্মীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণের অভিনব উদ্যোগ, যা টিএসইসিএল-এর সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। টিএসইসিএল-এর তরফে জানানো হয়েছে, সংস্থার প্রতিটি সার্কেল ও বিভাগের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার থানাগুলোতে গিয়ে পুলিশ সদস্যদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। এদিন সকালে ধর্মনগরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু।

ডক্টর ভিমরাও আম্বেদকর এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সহ তার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। এরপর নিগমের উত্তর সার্কেলের অধীন বিভিন্ন থানায় মিষ্টি বিতরণ করা হয়। আগরতলায় সার্কেল ১ এবং সার্কেল ২ নং এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই সার্কেলের ওই এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার শ্যামল বৈদ্য এবং ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ সূত্রধর। উপস্থিত ছিলেন এই সার্কেলের অধীনস্থ ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারগণও। এরপর পশ্চিম আগরতলা থানা, পূর্ব আগরতলা থানা, মহিলা থানা সহ সার্কেলের অধীনস্থ সমস্ত থানাতেই মিষ্টি বিতরণ করা হয়। নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু জানান, এটা শুধুমাত্র একটি প্রতীকী কার্যকলাপ নয়, বরং এই মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে পুলিশ কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সহযোগিতার বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছে নিগম। প্রশাসনিক সহযোগিতা ছাড়া যে কোনও পরিষেবা পৌঁছানো সম্ভব নয় — এই বোধ থেকেই এমন মহতী পদক্ষেপ।

সকালে টিএসইসিএল -এর বিভিন্ন সার্কেল অফিসে ডঃ আম্বেদকরের জীবন, দর্শন ও অবদান নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীরা অংশ নেন। বক্তারা বলেন, "ডঃ আম্বেদকরের অবদান শুধুমাত্র একটি সংবিধান প্রণেতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি এক সামাজিক বিপ্লবের পথপ্রদর্শক ছিলেন। তার দেখানো পথেই আমরা আজো এগিয়ে চলেছি সমাজের প্রতিটি স্তরে ন্যায় ও সমতার বীজ বপন করতে।"

প্রসঙ্গত, আম্বেদকর জয়ন্তী প্রথম উদযাপন করা হয়েছিল ১৯২৮ সালের ১৪ এপ্রিল, পুনে শহরে, সমাজকর্মী জনার্দন সদাশিব রণপিসের উদ্যোগে। এরপর থেকে এই দিনটি শুধু ভারতের মধ্যেই নয়, বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয় সমাজও গুরুত্ব সহকারে পালন করে আসছে।

ডঃ আম্বেদকরের জীবনাদর্শের মূল বার্তা ছিল — 'শিক্ষিত হও, সংগঠিত হও এবং সংগ্রাম করো'। এই আদর্শকে সামনে রেখে টিএসইসিএল এই বছরের উদযাপনকে একটি বৃহৎ সামাজিক বার্তায় রূপান্তর করেছে। এদিনের কর্মসূচিকে ঘিরে টিএসইসিএল-এর আধিকারিকদের মধ্যে উদ্দীপনা ও উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এমন আরও সামাজিক উদ্যোগ নেওয়া হবে যা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে সাহায্য করবে। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো — যেখানে একদিকে শ্রদ্ধা ও স্মৃতিচারণ, অন্যদিকে সমাজের রক্ষক ও সেবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে সুন্দর ও মানবিক উপায়ে।

নেশার হাত থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করার জন্যে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি বড় হাতিয়ার: সমবায় মন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: যুব সমাজকে নেশার কড়াল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে হবে। শুধু রাজ্য সরকারের একার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য সমাজের সব অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। গতকাল কাঞ্চনপুর মহকুমার রতনমুনি আশ্রম স্কুল মাঠে ব্লু সোসিও অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক বৈসু উৎসবের উদ্বোধন করে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া একথা বলেন। তিনি বলেন, নেশার হাত থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করার জন্যে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি বড় হাতিয়ার। রাজ্যের বর্তমান সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্যে কাজ করে চলেছে। সংস্কৃতি একটি জাতি গোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে। তাই কোন জাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকেই হারিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। এ কাজে সংস্কৃতি প্রেমী জনগণকে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ফিলীপ কুমার রিয়াং বলেন, সমাজের সর্বত্র আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও আমাদের চিরাচরিত সংস্কৃতিকে হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে সমস্ত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, এডিসি"র কার্যনির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং, কার্যনির্বাহী সদস্যা ডলি রিয়াং, এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রেমকুমার রিয়াং প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্লু সোসিও অর্গানাইজেশনের সভাপতি শান্তিরাই রিয়াং। সভাপতিত্ব করেন উড়িছড়া রিয়াং সমাজ পাড়ার চৌধুরী রাজেন্দ্র রিয়াং। অনুষ্ঠানে জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

বিজেপিই তো হিংসা চায়, অভিযোগ শুভঙ্কর সরকারের

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদে হিংসার জন্য বিজেপিকেই দায়ী করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাঁর অভিযোগ, বিজেপিই তো হিংসা চায়। সোমবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, 'বিজেপি নিজেরাই হিংসা চায়, নইলে তারা এত তাড়াতাড়ি কেন এই "কালো আইন" (ওয়াকফ সংশোধনী আইন) আনত? তারা কি ভয় পায় যে তাদের সরকার শীঘ্রই পতন হবে? তারা সবসময় হিন্দু-মুসলিমদের সঙ্গে জড়িত থাকে।'

উল্লেখ্য, ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে প্রতিবাদ শুক্রবার হিংসাত্মক হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদে। হিংসায় মৃত্যু হয় ৩ জনের। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিগত ২৪ ঘণ্টায় কোথাও হিংসার খবর পাওয়া যায়নি।

উত্তর প্রদেশে গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত ২ জন

বারাণসী, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে সোমবার এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। গোলা বাজার এলাকায় সোমবার সকালে একটি স্করপিও গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , দ্রুতগামী স্করপিওটি বাইকে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। গাড়ি চালক সুনীল গুপ্ত (৩৫) ও বাইক আরোহী নীরজ যাদবকে (৩২) স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তারা প্রাণ হারান। পুলিশ মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে গতিসীমাহীন যানবাহনের দৌরাত্ম্য রোধে এবিভিপি-র দাবিতে প্রতিবন্ধক স্থাপন

আগরতলা, ১৩ এপ্রিল : ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে গতিসীমাহীন যানবাহনের দৌরাত্ম্য রোধে "অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ" এর দাবিতে প্রতিবন্ধক বসানো হয়েছে। ছাত্রকল্যাণে আরও এক অনন্য ভূমিকা পালন করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ত্রিপুরা প্রদেশ।ছাত্রসমাজের জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ফের একবার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ত্রিপুরা প্রদেশ। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটের সামনে প্রতিনিয়ত বেপরোয়া গতিতে চলা যানবাহনের জন্য প্রতিদিন ছাত্রছাত্রীদের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। এই সমস্যার সমাধানে প্রশাসনিক স্তরে চাপ সৃষ্টি করে আজ সফলভাবে সমাধানের পথে এগিয়ে গেল ছাত্রকল্যাণনিষ্ঠ এই সংগঠনটি।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ত্রিপুরা প্রদেশ মন্ত্রী গৌরব দাস, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংযোজক শ্রী দেবব্রত দাস এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট সম্পাদক শ্রী অর্জুন ত্রিপুরা-র নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার-এর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের সড়কে অবিলম্বে ব্যারিকেড বসানোর দাবি জানান, কারণ প্রতিনিয়ত ঘটে চলা ছোট-বড় দুর্ঘটনা ছাত্রছাত্রীদের জীবনকে করে তুলেছে ঝুঁকিপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে পরিষদ জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে একাধিকবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও আশানুরূপ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। মূল সড়কে অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত ওভারব্রিজ ও যানবাহনের গতিনিয়ন্ত্রণের অভাব এই এলাকাকে রীতিমতো "অ্যাক্সিডেন্ট জোন"-এ পরিণত করেছে।

এই অবস্থায়, ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবিভিপি নেতৃত্ব জেলা প্রশাসনের কাছে সপ্তাহের মধ্যে ব্যারিকেড স্থাপনের দাবিতে জোরালোভাবে চাপ সৃষ্টি করে। প্রশাসনিক স্তরের দায়িত্ববান অফিসার জেলাশাসক শ্রী বিশাল কুমার ছাত্রসংগঠনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে আশ্বাস দেন যে, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ, রবিবার-অর্থাৎ স্মারকলিপি জমা দেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই, প্রশাসন ও হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে স্পিড লিমিটার ব্যারিকেড স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে, গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ত্রিপুরা প্রদেশের এই বলিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ আবারও প্রমাণ করল যে, ছাত্রসমাজের কল্যাণে এ সংগঠন সব সময় এগিয়ে আসে। এবিভিপি-এর এই পদক্ষেপে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ত্রিপুরা প্রদেশ আবারও প্রমাণ করল যে ছাত্রসমাজের স্বার্থে এই সংগঠনই একমাত্র ভরসাস্থল, কণ্ঠস্বর এবং নেতৃত্বের ঠিকানা।

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এক যোগে কাজ করে চলেছে: কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: কোন জমিকে পতিত অবস্থায় ফেলে রাখা চলবে না। একে কৃষি কাজে ব্যবহার করতে হবে। গত পরশু টাকারজলা বাজারে প্রাইমারি রুরাল মার্কেট শেড এবং কৃষি কল্যাণ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানভিত্তিক চাষের মাধ্যমে অল্পদিনের মধ্যে বেশি ফলন ফলিয়ে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এক যোগে কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যে কৃষকদের মাসিক আয় ছিল ৬,৫৮০ টাকা। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩,৫৯০ টাকা। কৃষিমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার ৫৮টি ব্লকের মধ্যে ৩০টি ব্লক খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এরমধ্যে জম্পুইজলা ব্লক হচ্ছে অন্যতম। তিনি বলেন, ধানের বীজ উৎপাদনে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ভালো অবস্থানে রয়েছে। জম্পুইজলা মহকুমায় পিএম-কিষাণ প্রকল্পে ৩,৪০০ জন কৃষককে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। মোট ১৯টি কিস্তিতে তাদের ১১ কোটি ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্যে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে এবং তাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কৃষক হচ্ছেন আমাদের অন্নদাতা। সমাজে কৃষকরা ভালো থাকলে সবাই ভালো থাকবেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার কৃষকদের কল্যাণে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ফনীভূষণ জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জম্পুইজলা বিএসি"র চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, বিধায়ক মানব দেববর্মা, সমাজসেবী নির্মল দেববর্মা, সমাজসেবী আর্জুন দেববর্মা, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনীয়ার স্বপন কুমার দাস প্রমুখ। টাকারজলা বাজারের প্রাইমারি রুরাল মার্কেট শেড নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৮৪,১১,৪৫৪ টাকা। জম্পুইজলা কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মহকুমার কৃষক কল্যাণ গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানে কৃষক কল্যাণ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন কৃষিমন্ত্রী।

বেপরোয়া লরির ধাক্কায় বাসন্তীতে মৃত্যু শিশুর

বাসন্তী, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর নফরগঞ্জ এলাকায়। জানা গেছে, মৃত শিশুর নাম কুন্তল মণ্ডল (৯)। স্কুলে যাওয়ার পথে একটি দ্রুতগতির লরি কুন্তলকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এই দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা একটি মাটি কাটার যন্ত্রে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। এলাকায় বেপরোয়া যান চলাচলের জন্য ক্ষোভ উগরে দেন এলাকাবাসীরা।

তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন একবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম সংস্কার : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন একবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম সংস্কার। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, ভারত সরকার বিচার ব্যবস্থাকে জনকেন্দ্রিক ও বৈজ্ঞানিক করার চেষ্টা করছে। সোমবার নতুন দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া ফরেনসিক সায়েন্স সামিট-এ ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ন্যায়বিচারপ্রার্থীরা যাতে সময়মতো ন্যায়বিচার পান এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার সন্তুষ্টি পায়, তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার কাজ করছে।

তিনি বলেন, দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে ফরেনসিক বিজ্ঞান খুবই কার্যকর। অমিত শাহ বলেন, এর মাধ্যমে মূল লক্ষ্য হল একটি নিরাপদ ও সক্ষম ভারত গড়ে তোলা। তিনি বলেন, যদি আমাদের সময়মতো ন্যায়বিচার প্রদান করতে হয় তাহলে ফরেনসিক বিজ্ঞান ছাড়া তা সম্ভব নয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রাজেশ বিন্দল, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) ভি রামসুব্রহ্মণ্যম, ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানিও সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এবং রাজ্যসভার সাংসদ মনন কুমার মিশ্র, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন, তদন্ত সংস্থাগুলির প্রধানরা এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

৪৭ মাইলের পাহাড়ি জনপদে মানুষের পাশে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রতিশ্রুত পরিসেবার আশ্বাস

তেলিয়ামুড়া, ১৪ এপ্রিল:ত্রিপুরার প্রত্যন্ত, পাহাড়-ঘেরা জনপদ '৪৭ মাইল'যেখানে সৌন্দর্যের ছায়া রয়েছে, কিন্তু পাশাপাশি রয়েছে কঠিন বাস্তবতা। এই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আঠারো মুড়ার মতো জনবসতিতে মানুষের জীবন সংগ্রামের গল্প যেন প্রতিটি শিরায় রক্তের মতো প্রবাহিত। ঠিক এই অঞ্চলেই রবিবার পৌঁছালেন ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তবে নেতা হিসেবে নয়, মানুষের আপনজন হয়েতাদের দুঃখ-সুখ ভাগ করে নিতে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের অধীনস্থ এই প্রত্যন্ত জনপদে পা রেখে মন্ত্রী প্রথমেই সরেজমিনে মানুষের সমস্যাগুলি শোনেন। কেউ অভিযোগ করেন পানীয় জলের অভাব, কেউ বলেন ভাঙা রাস্তাই তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে আবার তুলে ধরেন সরকারি নথিপত্রের জটিলতায় নানা প্রকল্প থেকে বঞ্চনার কথা।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আশ্বাস দিয়ে বলেন, "এই জনপদের প্রতিটি কণ্ঠস্বর আমার কাছে এক একটি আহ্বান।

আমি এসেছি শোনার জন্য, বুঝে কাজ করার জন্য।"

তিনি জানান, 'হর ঘর জল' প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যেই একটি আধুনিক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে এবং দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। খুব শীঘ্রই প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল, যা এতদিন অধরা ছিল এই অঞ্চলের মানুষদের জন্য। মন্ত্রী আরও বলেন, "আমি সরকারের প্রতিনিধি হলেও, তার চেয়েও বেশি একজন মানবসেবী। মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমার কর্তব্য ও সংকল্প।"স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, মন্ত্রীর এই আন্তরিকতা ও পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হলে বদলে যাবে তাদের জীবনমান। পাহাড়, অরণ্য আর প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার মাঝেও আশার আলো দেখছে '৪৭ মাইল' জনপদের মানুষ।

৩০ লাখ

● প্রথম পাতার পর

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। বাগানে পৌঁছে ভগ্ন হৃদয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন সালাম।

তিনি আরও জানান, প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার রাবার গাছ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের শনাক্ত করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সিপিএম অফিসের

● প্রথম পাতার পর

এই রামের মূর্তি গড়ার পিছনে কারা রয়েছে এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে,বিজেপির তরফ থেকে মূর্তি স্থাপন করা হয়নি বলে দাবি করেম তিনি। তাঁর কথায়,সিপিআইএম নেতৃত্বরা যদি চান তাঁদের পার্টি অফিসের সামনে বৈদ্যনাথ মজুমদারের মূর্তি স্থাপন করার তাহলে তাতে সাহায্য করা হবে।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

সোমবার সকালে এই ঘটনা গোটা এলাকায় জানাজানি হতে অভিযুক্ত শ্বশুর মোখলেস মিয়ার কঠোর থেকে কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছে গোটা এলাকার মানুষ।

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

আদালতের থেকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা ছিল। এই আদেশ মূলে আজ পূর্ব আগরতলা থানা পুলিশ মহিলাকে আটক করে। আজ তাকে কোর্টে প্রেরণ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি দেশবাসীর জন্যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান উপহার দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ড. বি আর আম্বেদকরের চিন্তাধারা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের প্রতিনিধি রামনাথ কোবিন্দকে এবং জনজাতি গোষ্ঠীর প্রতিনিধি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি পদে আসীন করা হয়েছে। তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী বর্তমান ছাত্র সমাজকে ড. বি আর আম্বেদকরের আদর্শ অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।স্বাগত বক্তব্য রাখেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার। অনুষ্ঠানে শিল্পীগণ ভজন ও সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, বিধায়ক কিশোর বর্মণ, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, অধিকর্তা জয়ন্ত দে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা অধিকর্তা তপন কুমার দাস প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি দরিদ্রদের কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করছে আমাদের সরকার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার হরিয়ানার হিসারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, '২০১৪ সালের আগে দেশে ৭৪টি বিমানবন্দর ছিল, কিন্তু এখন ১৫০টিরও বেশি বিমানবন্দর রয়েছে। কল্পনা করুন ৭০ বছরে ৭৪টি বিমানবন্দর? প্রতি বছর, দেশে রেকর্ড করছে বিমান যাত্রীর সংখ্যা। বিমান সংস্থাগুলি ২০০০টি নতুন বিমানের অর্ডার দিয়েছে। একদিকে, আমাদের সরকার সংযোগ স্থাপনের জন্য কাজ করছে, অন্যদিকে দরিদ্রদের কল্যাণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করছে।'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার হরিয়ানার হিসারে, হিসার বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন এবং অযোধ্যার উদ্দেশ্যে বিমানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ওয়াকফের নামে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি আছে। যদি ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে সুবিধাগুলি অভাবীদের দেওয়া হত, তাহলে তাদের লাভ হত। কিন্তু এই সম্পত্তিগুলি থেকে লাভবান ভূমি মাফিয়াদের উপর, এই সংশোধিত ওয়াকফ আইনের মাধ্যমে দরিদ্রদের লুটপাট বন্ধ হবে। নতুন ওয়াকফ আইনের অধীনে, কোনও আদিবাসীর জমি বা সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ড স্পর্শ করতে পারবে না, দরিদ্র মুসলিম এবং পাসমান্ডা মুসলিমরা তাদের অধিকার পাবে। এটিই প্রকৃত সামাজিক ন্যায়বিচার।'

খেলাধুলা

আগরতলায় বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বডি বিল্ডিং এন্ড ফিজিক চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, আধুনিকতার সাথে পাল্লা দিয়ে জিমেও এসেছে এখন অনেক পরিবর্তন। আগে জিমখানায় যে পরিকাঠামো ছিল, এখন তা অনেকটাই পরিবর্তিত। বর্তমানে আধুনিকতা ছোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়ে প্রত্যেকের মধ্যে নিজের শরীরকে সুস্থ রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিদিন এক-দুই ঘন্টা নিজের শরীরকে দেওয়া, শরীরকে সুন্দর রাখা সম্ভব হইলেই মানসিকতার বিকশিত হয়। কারণ শরীর সুস্থ না থাকলে মানসিকতা ও চিন্তাধারা সঠিক থাকবে না। যার প্রভাব পড়বে কাজের মধ্যে। তাই প্রত্যেকেরই উচিত শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা। আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রবিবার দুপুরে বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক চ্যাম্পিয়নশিপ-এর উদ্বোধন করে কথাগুলি বললেন রাজ্য মন্ত্রী সভার সদস্য সুশান্ত চৌধুরী।টি এফ এস ডি সি - র পৃষ্ঠপোষকতা রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় এনপিসি ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক চ্যাম্পিয়নশিপ। অল ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন ও রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতাও রয়েছে এই আয়োজনের পেছনে। আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প্রথমবারের মতো এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। এদিন সকালে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা, প্রাক্তন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার সহ আরও অনেকে। প্রতিযোগিতামূলক এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এদিন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় যারা অংশ নেবে তারা প্রত্যেকেই সুঠাম দেহের অধিকারী, সুস্থ দেহের অধিকারী। সুস্থ দেহ ও মানসিকতা নিয়ে তারা নিজেদের যেমন এগিয়ে নিয়ে যাবে, তেমনি আগামী দিনে রাজ্যকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস। যারা জিম করেন তাদের ফিটনেস নিয়ে কেউ কথা বলতে পারবে না। মানসিক আস্থাতেও তারা এগিয়ে থাকে। তাই সঠিক মানসিকতা বিকাশিত করতে হলে প্রত্যেকেরই উচিত শরীরের প্রতি নজর দেওয়া। তাতে করে যুবসমাজ নেশায় আসক্ত হবে না।তবে শরীরের প্রতি ঠিকভাবে নজর দেওয়ার পরেও যদি কেউ ড্রাগস গ্রহণ করে, তাহলে কিন্তু কোন কাজ হবে না।কারণ ড্রাগস ও শরীর একসাথে চলতে পারেনা। তাই প্রত্যেকের কাছে আহ্বান নেশার বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই যেন এম্বাসেডর হয়। রাজ্যের যুবকদের বার্তা দিতে হবে কোন অবস্থাতেই যাতে নেশায় আসক্ত না হয়।রাজ্য সরকার নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনের ডাক দিলেও, সরকারের একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। প্রত্যেকেরই এগিয়ে আসতে হবে এই কাজে।

ধনপুরে এমএলএ কাপ প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন কাঠালিয়া একাদশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, কাঠালিয়া।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আয়োজিত এমএলএ কাপ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট রবিবারে সম্পন্ন হয়েছে। কাঠালিয়া প্লে সেন্টারের উদ্যোগে এমএলএ কাপ প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। শিরোপা দখলের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার সদস্য বিন্দু দেবনাথ, প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি তথা বর্তমানে বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ কাঠালিয়া প্লে সেন্টারের সভাপতিসহ অন্যান্যরা। যুব সমাজকে নেশা মুক্ত করার লক্ষ্যে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথের উদ্যোগে প্রথম প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। ফাইনাল ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে কাঠালিয়া একাদশের বিরুদ্ধে কিডজি ১১৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে খেলা ড্র হয়। সুপার ওভারে কাঠালিয়া একাদশ জয়ী হয়।

চ্যাম্পিয়ন কাঠালিয়া একাদশের হাতে পালসার ও রানার্স কিডজির হাতে স্কুটি তুলে দেওয়া হয়। ফাইনাল খেলা দেখার জন্য প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। প্রায় একমাস ধরে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয় ১৬ টি দলকে নিয়ে। ফাইনাল ম্যাচ আলোচনা করতে গিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন বর্তমানে যুবসমাজকে নেশা মুক্ত করতে হলে এধরনের খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উদ্যোক্তাদের ভুয়সী প্রশংসা করে প্রত্যেক ক্লাব যেন এধরনের উদ্যোগে এগিয়ে আসে তার আহ্বান জানান।

সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্রিকেটে আগামীকাল ৩টি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ১৬ এপ্রিল তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। আসরের পঞ্চম দিনে আগামী ১৬ এপ্রিল (বুধবার) পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে চলমান সংঘ খেলবে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে। তিন ম্যাচের মধ্যে একটিতে জয়ী হয়ে চলমান সংঘ দ্বিতীয় জয়ের জন্য বুধবারে চতুর্থ ম্যাচে খেলতে নামছে। পক্ষান্তরে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি-র এটি তৃতীয় ম্যাচ। গত বুধবার নিজেদের প্রথম খেলায় বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব, ইউনাইটেড বিএসটি-র কাছে ২৭৮ রানে এবং রবিবারে কসমোপলিটন এর কাছে ১৮৪ রানে পরাজিত হয়েছিল। বুধবারে টি আই টি গ্রাউন্ডে পরপর চার ম্যাচে জয়ী হওয়া কসমপলিটন ক্লাব ও ওপিসি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, কসমোপলিটনের কাছে এটি পঞ্চম ম্যাচ হলেও ওপিসি কিন্তু নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামছে। এর আগে পোলস্টার-এর কাছে ৮ উইকেটে হেরে দ্বিতীয় ম্যাচে মৌচাক কে ২৭ রানে পরাজিত করেছিল। কসমোপলিটন পরপর চার ম্যাচে যথাক্রমে মৌচাককে ১৩০ রানে, পোলস্টারকে পাঁচ উইকেটে, শতদল সংঘকে ৪ উইকেটে এবং বিসিসি-কে ১৮৪ রানে পরাজিত করে আসন্ন ম্যাচে পঞ্চম জয়ের প্রত্যাশা নিয়ে মাঠে নামবে। বুধবারে মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে মৌচাক ও ইউনাইটেড বি এস টি-র খেলা। মৌচাকের পক্ষে পঞ্চম ম্যাচের মাথায় জয়ের দ্বিতীয় প্রয়াস হলেও ইউনাইটেড বি এস টি কিন্তু এ পর্যন্ত দুই ম্যাচের মধ্যে একটিতে জিতে নিয়েছে। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবকে ২৭৮ রানে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে চলমান সংঘের কাছে ১২৮ রানে পরাজিত হয়েছিল। মৌচাক ক্লাব গত ম্যাচে চলমান সংঘকে ২৫ রানে পরাজিত করেছিল।

তবে এর আগে যথাক্রমে কসমোপলিটন, ও পি সি, ও পোলস্টারের কাছে হেরে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। আসন্ন ম্যাচে দুই দলেরই ইচ্ছে রয়েছে জয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে।

বিলোনিয়ায় সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেটে জয়ে জয়ে এগোচ্ছে ওরিয়েন্টাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই এগোচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ওরিয়েন্টাল ক্লাব। সিনিয়র ক্লাব লীগ ক্রিকেটে আরও এক ম্যাচে সহজ জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হলো ওরিয়েন্টাল ক্লাব। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত চলতি এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী রবিবার স্থানীয় বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ওরিয়েন্টাল ক্লাব আট উইকেটে পরাজিত করে এস বি সি নগর প্লে সেন্টারকে। সকালে এসবিসি টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৬ ওভারে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত একুশ রানের সাহায্যে সংগ্রহ করে মাত্র ১০০ রান। দলের প্রথম সারির তিন ব্যাটসম্যান সহ আরও তিনজন ব্যাটসম্যান এদিন রানের খাতা পর্যন্ত খুলতে পারেনি। রাজেশ মুহুরি, নজরুল ইসলাম শুভ ও সাইবুল কান্তি দাসের হাত ধরে ইনিংসে এই রান তুলে এস বি সি। ওরিয়েন্টালের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ চারটি উইকেট পেল অরুপ দত্ত। এছাড়াও দুটি করে উইকেট নেয় তাপস চৌধুরী ও প্রণব দাস। জবাবে জয়ের জন্য ১০১ রানের টার্গেট নিয়ে ওরিয়েন্টাল ব্যাড করতে নেমে মাত্র পাঁচ ওভারে দুইজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১০২ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। নীলাদ্রি ভৌমিকের মারমুখী অপরাজিত ৫৬ রানের সাহায্যেই এদিন সহজ জয় পেয়েছে ওরিয়েন্টাল ক্লাব।

এশিয়ান অনূর্ধ ১৪ জুনিয়র টেনিস টুর্নামেন্ট জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাফল্য অর্জন হলো না ত্রিপুরার টেনিস তারকার। প্রতিযোগিতার প্রথম দিনেই ছিটকে যেতে হলো মধ্যপ্রদেশের টেনিস খেলোয়াড়ের কাছে হেরে। এশিয়ান ১৪ এবং আন্ডার রেংকিং জুনিয়ার টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৫ আজ, রবিবার থেকে রাজধানীর মালঞ্চ নিবাস এবং দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সের টেনিস কোর্টে আজ থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন এর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এশিয়ান টেনিস টুর্নামেন্টে দেশ-বিদেশের নামিদামি বালক বালিকা উভয় বিভাগের জুনিয়র স্তরের টেনিস খেলোয়াড়রা অংশ নিয়েছেন। রবিবার প্রথম দিনের খেলায় ত্রিপুরার শীর্ষবাঁছাই আংসলা দেববর্মা সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধি মীরেশ গিরধানীর কাছে ২-৬, ০-৬ সেটে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে। বিজয়ী গিরধানী আগামীকাল তৃতীয় বাছাই মহারাষ্ট্রের ঋষিকেশ মানে-এর সঙ্গে মুখোমুখি হবে। এদিকে ঋষিকেশ কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছে থাইল্যান্ডের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে বাই পেয়ে। এদিকে অপর খেলায় থাইল্যান্ডের অপর খেলোয়ার শান-লাও মরণপানিছ আগামীকাল কৃত্তিক পূজালার সঙ্গে খেলবে। উল্লেখ্য, কৃত্তিক পূজালা ওপেনিং রাউন্ডে রেনার্ড কাশ্যপকে ৬-৩, ৬-২ সেটে পরাজিত করেছে। মেয়েদের বিভাগে সিঙ্গেলস ইভেন্টে বেঙ্গলের নীলাক্ষী দাস ৬-১, ৬-৭ (২), ৬-২ সেটে নিমিষা সিংহ কে হারিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে প্রবেশ করেছে। আগামীকাল সকাল আটটা থেকে উভয় কোর্টে খেলা শুরু হবে বলে সংস্থার সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

চাপের মুখে লিভিংস্টোনের স্পিন সামলানোর রহস্য ফাঁস বিশ্নোইয়ের

নয়াদিল্লি।। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ১০ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৯ রানের ইনিংস খেলেন রবি বিশ্নোই। তাঁর পাঁচ বলের ইনিংস ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ব্যাট হাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম বার এমন ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেললেন বিশ্নোই। চাপের মুখে দলকে জেতাতে পেরে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি রিস্ট স্পিনার।চেন্নাইয়ের ২২ গজে বিশ্নোইয়ের মারা দু'টি চার পরিস্থিতি ভারতের অনুকূলে নিয়ে আসে। ইংল্যান্ডের স্পিনার লিয়াম লিভিংস্টোনের বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে চাপ হালকা করেন বিশ্নোই। তার পর হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিতে অসুবিধা হয়নি ভারতের। তা নিয়ে বিশ্নোই বলেছেন, "শনিবার একটা রিল পোস্ট করেছিলাম। তাতে বলেছিলাম, কেন শুধু ব্যাটারেরাই মজা করার সুযোগ পাবে। স্লিপে ফিল্ডার নিয়ে আসার পর বুঝে পেরেছিলাম, লিভিংস্টোন লেগ স্পিন করে আমাকে আউট করার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি ওর স্পিন কাজে লাগিয়েই চার মারি।' ব্যাট করতে নামার পর তিলক বর্মার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল আপনার? বিশ্নোই বলেছেন, "তেমন কিছু না। দু'জনেই বলেছিলাম, চল চেষ্টা করে দেখা যাক। ম্যাচটা জিততেও পারি। আমি কোনও ঝুঁকিপূর্ণ শট খেলতে চাইনি। কারণ আমাদের হাতে বেশি উইকেট ছিল না।" নবম উইকেটে তিলকের সঙ্গে বিশ্নোইয়ের ২০ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি সূর্যকুমার যাদবের দলকে জয় এনে দেয় শনিবার। ২ উইকেটে ম্যাচ জিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে ভারত। এই জয়ে তিলকের ৭২ রানের দায়িত্বশীল অপরাজিত ইনিংসের পাশাপাশি আলোচনায় উঠে এসেছে বিশ্নোইয়ের ছোট্ট ইনিংসও।নেতৃত্বে ফিরেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের দিনেই কেকেআরের কাছে লজ্জার হার সিএসকে'র। চিপকের মাঠে সবচেয়ে কম রান করার লজ্জার নজির গড়েছে।

'রিটায়ার্ড আউট' নিয়ে দুঃখ হচ্ছে?

নয়াদিল্লি।। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে 'রিটায়ার্ড আউট' করা হয়েছিল তিলক বর্মাকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ম্যানেজমেন্টের সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। যদিও তার পরের দু'টি ম্যাচে অর্ধশতরান করেছেন তিনি। রবিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছেন। সেই ইনিংসের পর আবার 'রিটায়ার্ড আউট'-এর ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন তিলক। এখনও কি তাঁর দুঃখ হচ্ছে?তিলক জানিয়েছেন, ঘটনাটি ইতিবাচক ভাবে দেখছেন তিনি। তাঁর মতে, দলের স্বার্থে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তিলক বলেন, "আমার কিছু মনে হয়নি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, দলের স্বার্থে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাই ইতিবাচক ভাবে বিষয়টা দেখছি। আপনি কী ভাবে বিষয়টা ভাবছেন সেটাই আসল। আমি ইতিবাচক ভাবে দেখছি।"মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ব্যাটার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁকে যেখানেই ব্যাট করতে পাঠানো হোক, তিনি তৈরি। তিলক বলেন, "আমাকে যেখানেই ব্যাট করতে পাঠানো হোক না কেন, আমি একই মানসিকতা নিয়ে খেলতে চাই। আমিই কোচকে সে কথা জানিয়েছি। সব জায়গায় খেলতে আমি স্বচ্ছন্দ। আমি নিজের সেরাটা দিতে চাই।"লখনউয়ের বিরুদ্ধে শেষ সাত বলে জিততে ২৪ রান দরকার ছিল মুম্বইয়ের। সেই সময় ২৩ বলে ২৫ রান করে খেলছিলেন তিলক। তাঁকে 'রিটায়ার্ড আউট' করার সিদ্ধান্ত নেয় মুম্বই। নামানো হয় মিচেল স্যান্টনারকে। তাতে অবশ্য মুম্বই জিততে পারেনি। ১২ রানে হারে তারা। তার পরেই সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। কোন পরিকল্পনায় তিলকের বদলে স্যান্টনারকে নামানো হল সেই প্রশ্ন ওঠে।পরের ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ২৯ বলে ৫৬ রান করেন তিলক। তার পরেও দল জেতেনি। ২২২ রান তাড়া করতে নেমে ১৩ রানে হারে মুম্বই। দিল্লির বিরুদ্ধে ৩৩ বলে ৫৯ রান করেন তিলক। তাঁর ব্যাটে ভর করে ২০৫ রান করে মুম্বই। ১২ রানে জেতে তারা। চলতি মরসুমে পাঁচটি ইনিংসে ২১০ রান করেছেন তিলক। মুম্বইয়ের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাঁর। ৪২ গড় ও ১৪৩.৮৩ স্ট্রাইক রেটে রান করছেন তিনি। ব্যাটেই সব সমালোচনার জবাব দিচ্ছেন তিলক।তারকা ক্রিকেটারদের মাঝে ব্যক্তিত্বের সংঘাত নতুন বিষয় নয়। বিশ্ব ক্রিকেটে এই দৃশ্য আগে অনেক বার দেখা গিয়েছে। মাঠেই অনেক সময় মেজাজ হারিয়েছেন ক্রিকেটারেরা। প্রায় ১৮ বছরের কেরিয়ার বিরাট কোহলির। এই দীর্ঘ কেরিয়ারে অনেক সতীর্থের সঙ্গে স্মরণীয় জুটি গড়েছেন তিনি। ইনিংসের মাঝে কি তাঁদের সঙ্গে কোহলির ব্যক্তিত্বের সংঘাত হয়েছে? জবাব দিলেন কোহলি নিজেই।আইপিএলেও ভাল খেলছেন কোহলি। বৃহস্পতিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। সেই ম্যাচের আগে নিজের মানসিকতা নিয়ে মুখ খুলেছেন কোহলি। তিনি জানিয়েছেন, কেরিয়ারে কোনও দিন কারও উপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেননি তিনি। সব সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলেছেন।এই প্রসঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদাহরণ দিয়েছেন কোহলি। সেখানে ভারতের মিডল অর্ডারে শ্রেয়স আয়ারের সঙ্গে কয়েকটি ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ জুটি বেঁধেছেন তিনি।

পার পেলেন না অক্ষরও, আইপিএলে ষষ্ঠ অধিনায়ক হিসাবে শাস্তি পেলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের নেতা

নয়াদিল্লি।। ইপিএলে রবিবার প্রথম হারের স্বাদ পেয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। দলের পরাজয়ের পাশাপাশি শাস্তি পেতে হল অধিনায়ক অক্ষর পটেলকে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) তাঁকে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে।এ বারের আইপিএলে ষষ্ঠ ক্রিকেটার হিসাবে শাস্তি পেলেন অক্ষর। রবিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওভার শেষ করতে পারেননি দিল্লির বোলারেরা। এক ওভার কম করেন তাঁরা। তাই নিয়ম অনুযায়ী দলের অধিনায়ককে জরিমানা করা হয়েছে। এ বারের প্রতিযোগিতায় এই প্রথম মন্থর বোলিংয়ের জন্য শাস্তি পেলেন দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক।বিসিসিআই জানিয়েছে, "দিল্লি ক্যাপিটালস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২০ ওভার বল করতে না পারায় তাদের অধিনায়ক অক্ষর পটেলকে জরিমানা করা হয়েছে। দিল্লি প্রথম বার আইপিএলের আদর্শ আচরণবিধির ২.২২ ধারা ভঙ্গ করল। ন্যূনতম অন্যায় করেছে তারা। মন্থর বোলিংয়ের জন্য অধিনায়ক অক্ষরকে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।"অক্ষরের আগে মন্থর বোলিংয়ের জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে রাজস্থান রয়্যালসের রিয়ান পরাগ এবং সঞ্জু স্যামসন, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হার্দিক পাণ্ড্য, লখনউ সুপার জায়ান্টসের ঋষভ পন্থ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর রজত পাটীদারকে।দল জিতুক বা হারুক, তিনি সব সময় পাশে আছেন। প্রতিটি ম্যাচের পরই নাইটদের জন্য থাকে শাহরুখ খানের বিশেষ বার্তা। চিপকে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে জেতার পর উৎসবের মেজাজ নাইট শিবির। তার মধ্যেই এল 'বসম্যান' শাহরুখের বার্তা।চিপকে ধোনির দলকে ৮ উইকেটে পর্যুদস্ত করেছে রাহানের দল। লখনউয়ের বিরুদ্ধে হারের যন্ত্রণা ভুলে ফের জয়ের সরণিতে কেকেআর। পন্থদের কাছে হারার পর শাহরুখ খান বার্তা দিয়েছিলেন, "সব ভুলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।" কথা রাখলেন নারিনরা। আর তারপরই সবার জন্য বার্তা নাইট মালিকের। ড্রেসিংরুমে সেই বার্তা পড়ে শুনিয়েছেন খোদ সিইও ভেঙ্কি মাইসোর।ওই বার্তায় শাহরুখ বলেন, "আমি আর কী বলব? আমরা চ্যাম্পিয়নের মতো খেলেছি। সুনীল ফের সেটাই করল, যেটা বহু বছর ধরে করে আসছে। মইন ভাই দলে আসায় আমরা অনেক ঠান্ডা মাথায় খেলতে পেরেছি। অবিশ্বাস্য বোলিং ছাড়াও অসাধারণ ক্যাচ ধরেছে বরুণ। বৈভব যেন ঘোড়ার মতো অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজধানী আগরতলার লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরের মেলায় প্রসরা সাজিয়ে দোকানিরা।

বাংলা নববর্ষে সরকারি মূল্যে প্রায় ৬ হাজার কেজি মাছ বিক্রয় করা হবে : মন্ত্রী সুধাংশু

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষে উপলক্ষে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে সরকারি মূল্যে প্রায় ৬ হাজার কেজি মাছ বিক্রয় করা হবে। এজন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২১টি মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হবে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস। এদিন তিনি জানান, মৎস্য দপ্তরের নিজস্ব ফার্ম ও সমবায় সমিতির মৎস্য ফার্মের মাধ্যমে এই মাছ বিক্রয় করা হবে। নববর্ষে দিনে প্রধানত ৪ থেকে ৫ রকমের মাছ বিক্রয় করা হবে। এরমধ্যে রয়েছে রুই, কাতল, কার্প, মৃগেল ও সিলভারকার্প। মাছের বিক্রয়মূল্য সম্পর্কে জানাতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, রুই, কাতল, কালিবাউশ ও সিলভারকার্প সহ অন্যান্য মাছ ১ কেজি ওজনের নিচে বিক্রি করা হবে ২২০ টাকা প্রতি কেজি দরে, ১ থেকে ২ কেজি ওজনের মাছ বিক্রি করা হবে ২৫০ টাকা প্রতি কেজি দরে এবং ২ কেজির উপর ওজনের মাছ বিক্রি করা হবে ৩৫০ টাকা প্রতি কেজি দরে। মৃগেল এবং কার্প মাছ ১ কেজি ওজনের নিচে বিক্রি করা হবে ২০০ টাকা প্রতি কেজি দরে, ১ থেকে ২ কেজি ওজনের বিক্রি হবে ২২০ টাকা দরে এবং ২ কেজির উপর ওজনের মাছ বিক্রি হবে ৩৫০ টাকা প্রতি কেজি দরে। সাথে তিনি যোগ করেন, নর্ববষ উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারিজ কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের অধীনে মহারাজগঞ্জ বাজারে অতি সূলভ মূল্যে ইলিশ মাছ বিক্রি করা হবে। এখান থেকে কম দামে মাছ ক্রয় করতে পারবেন আম জনতা। তাঁর কথায়, নর্ববষ উপলক্ষ্যে বাজারে এদিন মাছের দাম বেশি থাকে। ফলে, সকল অংশের মানুষ হাজার হাজার টাকা খরচ করে নববর্ষ পালন করতে পারেন না। তাই সকল অংশের মানুষদের কথা চিন্তা করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান সহ ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারিজ কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের অধীনে মহারাজগঞ্জ বাজারেও মাছ বিক্রি করা হবে। এখান থেকে অতি সূলভ মূল্যে ইলিশ মাছ ক্রয় করতে পারবেন। কম দামে আগামী কাল মাছ বিক্রয় করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। ইলিশ মাছ ৮০০ থেকে ১ কেজি ওজনের নিচে বিক্রি করা হবে ১২০০ টাকা প্রতি কেজি দরে, দেড় কেজি ওজনের ইলিশ প্রতি কেজি ১৫০০ টাকা দরে সাধারণ মানুষ কিনতে পারবে। ত্রিপুরা সরকারের এই পদক্ষেপে সাধারণ মানুষ ভীষণ খুশি হবেন বলে আশা ব্যক্ত করে বলেন সুধাংশু দাস।

অ্যাম্বুলেন্স চালকদের বেতন জটিলতা, পাঁচ বছর ধরে বকেয়া ও অনিশ্চয়তা ক্ষোভে ফুঁসছেন চালকরা

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল : দিনরাত জরুরি পরিষেবা প্রদান করেও সঠিকভাবে বেতন পাচ্ছেন না ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার চালকরা। অভিযোগ, মাত্র ৮৫৮০ টাকার বেতনে মাসের পর মাস কাজ করলেও তা সময়মতো হাতে পান না তারা। নেই কোনো স্যালারি স্লিপ, নেই ইপিএফ বা অন্য কোনও সরকার নির্ধারিত সুবিধা। ফলে পরিবারের মুখে দুবেলা অন্ন জোটানোই হয়ে উঠেছে বড় চ্যালেঞ্জ।

পুরনো বছরের শেষ দিনেও বেতন না মেলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন চালকেরা। এদিন কয়েকজন চালক জিবি হাসপাতালে গিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে তাদের জানানো হয়, আপাতত কিছু টাকা দেওয়া হবে এবং বাকি টাকা কিছুদিনের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হবে। এই অস্থায়ী প্রতিশ্রুতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন উপস্থিত চালকরা।

তারা জানান, গত পাঁচ বছর ধরে এই ধরনের বেতন সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের। নিয়ম করে প্রতিবারই বেতন চাওয়ার সময় নানা অজুহাতে সময়ক্ষেপণ করা হয় বলে অভিযোগ।

একজন চালকের কথায়, 'এই সামান্য বেতনে সংসার চালানো কঠিন। তার ওপর বেতন পাওয়া যায় মাসের একেবারে শেষ দিকে বা তারও পরে। কোনো স্থায়ী নিশ্চয়তা নেই।'

এদিন যারা বকেয়া বেতনের দাবিতে আসেননি, তাদের নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন বাকি চালকেরা। তাদের আশঙ্কা, এতদিন পরও যদি এই সমস্যার সুরাহা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে পরিষেবা চালিয়ে যাওয়াই কঠিন হয়ে পড়বে।

চালকদের দাবি, অবিলম্বে সকলের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া হোক এবং স্থায়ী ভিত্তিতে বেতন দেওয়ার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হোক। সরকারের কাছে তারা একটি স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে রাজ্যের বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ : মন্ত্রী টিংকু

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: রাজ্যের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর চিরাচরিত কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে রাজ্যের বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গতকাল কাঞ্চনপুর গার্লস হোস্টেল সংলগ্ন মাঠে তিনদিনব্যাপী বিউ পরব উৎসব ও মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় একথা বলেন। তিনি বলেন, সমাজের সকল অংশের মানুষের কল্যাণে রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। সমাজের একেবারে প্রান্তিক ব্যক্তি পর্যন্ত যাতে উন্নয়নমূলক কাজের সুফল ভোগ করতে পারেন সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সম্মান করে এবং যথাযথ মর্য্যাদা দেয়। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে আরও বেশি করে তুলে ধরতে হবে। এতে সমাজ উপকৃত হবে। রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। উৎসবে বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, এডিসি''র কার্যনির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং, এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, এমডিসি স্বপ্না রাণী দাস, লালজুরি বিএসি''র চেয়ারম্যান অজন্ত কুমার চৌধুরী, সমাজসেবী ধীরেন্দ্র কর, বিউ পরব উৎসব কমিটির সম্পাদক তাবুল বড়ুয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিউ পরব উৎসব কমিটির সভাপতি স্বপন মিত্র তালুকদার। উল্লেখ্য, বিউ পরব উৎসব কমিটি তিনদিনব্যাপী এই উৎসব ও মেলার আয়োজন করেছে।

বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ের আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: যথাযোগ্য মর্য্যাদায় বিজেপির প্রদেশ কার্য্যালয়ের সামনে সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। এদিন সংবিধান প্রণেতা ডক্টর বি আর আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য কার্য কর্তারা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন বি আর আম্বেদকরের প্রতি।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি অরবিন্দ দাস সংবিধান প্রণেতা বি আর আম্বেদকরের সমাজের প্রতি অবদান তুলে ধরলেন। তিনি বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে সংবিধান প্রণেতা বি আর আম্বেদকরের জন্মদিন যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পালন করা হচ্ছে। কারণ, এসসি সম্প্রদায় থেকে শুরু সমাজের প্রত্যেকের জীবনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকায় বিরল প্রজাতির প্রাণী উদ্ধার

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকায় বিরল প্রজাতির প্রাণি উদ্ধার করলো বনদপ্তরে কর্মীরা। ওই বিরল প্রজাতির প্রাণী উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্কে এলাকাবাসী।

সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে বনাঞ্চলে প্রতিনিয়ত অগ্নিকাণ্ড এবং খাদ্যের অভাবে একাধিক পশু পাখি চলে আসছে বর্তমানে লোকালয়ে। সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন। লোকালয়ে আসার পথে কখনো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, কখনো গাড়ির ধাক্কায় একাধিক পশুপাখির মৃত্যু হচ্ছে সিপাহীজলার জেলায়। অভয়ারণ্যের এই পশুপাখির আতঙ্কে জেলার একাধিক এলাকার মানুষ।

রবিবার গভীর রাতে বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকায় হঠাৎ করে এলাকাবাসী দেখতে পায় বিরল প্রজাতির প্রাণীর সাথে পাড়ার একাধিক কুকুরের সংঘর্ষ হয়। মুহূর্তের মধ্যে সেই বিরল প্রজাতির প্রাণী যার নাম পাম্প ক্রিয়েট মানুষের বাড়ি করে প্রবেশ করছে। হঠাৎ করে চিৎকার শুরু হয় ঘোটা এলাকায়। পাম্প ক্রিয়েট প্রজাতির প্রাণীটি অনেকটাই দেখতে কুকুরের মত হিংস্র প্রাণী। বাধ্য হয়ে এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে হিংস্র পাম্প ক্রিয়েট প্রজাতির প্রাণীটিকে আটক করে খবর দেয় সিপাহীজলা অভয়ারণ্য। বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে রঘুনাথপুর এলাকায় এলাকাবাসীর হাতে আটক বিরল প্রজাতির প্রাণীটিকে উদ্ধার করে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে নিয়ে যায়। তবে একাংশদের অভিমত সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের বনাঞ্চলে প্রতিনিয়ত অগ্নিকাণ্ড এবং খাদ্যের অভাবে এ সমস্ত প্রাণীগুলি লোকালয়ে চলে আসছে।

চড়িলাম এলাকায় প্রতিনিয়ত মানুষের বাড়িঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক অজগর সাপ। মানুষের বাড়ি করে গৃহপালিত হাঁস-মুরগী খেয়ে ফেলছে এই অজগর সাপ।

অন্যদিকে বানরের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ আছে সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষ। সিপাহীজলার অভয়ারণ্যের পশু পাখিদের খাদ্য ও চিকিৎসার করতে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে অর্থ প্রদান করছে তেমনভাবে পশুদের খাদ্য দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে প্রতিনিয়ত একাধিকবার সংবাদ হওয়ার পরও কর্তৃপক্ষরা কোনই রকম পাত্তা দিচ্ছেন না।

কৈলাসহরে আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মজয়ন্তী পালন

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল : বিজেপি তপশিলি জাতি মোর্চার উদ্যোগে সোমবার সকাল বেলা কৈলাসহর দুর্গাপুর এলাকায় সংবিধান রচয়িতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।

বিজেপি তপশিলি জাতি মোর্চার উদ্যোগে সোমবার সকাল বেলা কৈলাসহর দুর্গাপুর এলাকায় সংবিধান রচয়িতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পালন করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, বিজেপি জেলা কমিটির সভাপতি বিমল কর, বিজেপি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি অমৃতকুমার ভট্টাচার্য্য, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেববায়, বিশিষ্ট আইনজীবী সন্দীপ দেববায় থেকে শুরু করে কৈলাসহর বিজেপি মন্ডল এবং চন্ডিপুর বিজেপি মন্ডলের সভাপতি সহ দুই মন্ডলের অধীনে থাকা বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাপুর এলাকায় অবস্থিত ডঃ বি আর আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত নেতৃত্বরা, পাশাপাশি উপস্থিত সবাই ডঃ বি আর আম্বেদকরের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন।

ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১৩৪ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল : দলিত, শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামী, ভারতের সংবিধান রচয়িতা ও ভারতরত্ন ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১৩৪ তম জন্মবার্ষিকী আজ রাজ্যজুড়ে গভীর শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সাথে পালিত হচ্ছে।এই উপলক্ষে ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকেও আগরতলায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্যরা উপস্থিত থেকে ড. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও মাল্যদান করেন। এদিন, ড. আম্বেদকরের আদর্শ ও জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়। সমিতির সদস্যদের মতে, সামাজিক ন্যায়, সমতা ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আম্বেদকরের অবদান ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

নন্দন নগরে পাইপলাইন নির্মাণকাজ এলাকা পরিদর্শনে নির্মাণ শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি দল

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: নন্দন নগর এলাকায় পাইপ লাইনের কাজ চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক নির্মাণ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর আজ অল ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনের পর প্রতিনিধি দলের এক সদস্য জানান, ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা দেখতে পান একটি হাই ভোল্টেজের তার উপরের দিক থেকে ঝুলে রয়েছে। তাদের অভিযোগ, ওই ঝুলন্ত তারের কারণে যে কেউ বাঁশ বা অন্য কোনো উপকরণ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারেন। তবুও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, ঘটনার তথ্য গোপন করতে দ্রুততার সঙ্গে বিদ্যুৎ লাইনের মেরামতির কাজ শুরু করা হয়েছে। এ ছাড়াও শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্মাণ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি নানা অজুহাত দেখিয়ে দেখা করতে রাজি হননি।

এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তির দাবি তুলেছেন শ্রমিক নেতারা। পাশাপাশি রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তারা। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

ঐতিহ্যবাহী চড়ক পূজা ও মেলা হয় আগরতলা পূর্ব প্রতাপগড় স্কুল মাঠে

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: প্রতাপগড় ঋষিপাড়ার এলাকায় ৭০ তম চড়ক মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাদেবের পূজা এবং বিভিন্ন তন্ত্রসাধনা এবং চরক গাছ ঘুরানোর মধ্য দিয়ে হয় এই চরক পূজা। এদিন এই চড়ক মেলায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা সংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য ডেপুটি মেয়ার মনিকা দাস দত্ত বিজেপি সদর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য্য সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, কথিত আছে, এই দিনে শিব-উপাসক বাণরাজা দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের সংগে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মহাদেবের প্রীতি উৎপাদন করে আকাঙ্ক্ষায় ভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদি ও নিজ গাত্ররক্ত দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। সেই স্মৃতিতে শৈব সম্প্রদায় এই দিনে শিবপ্রীতির জন্য উৎসব করে থাকেন।

আম্বেদকরের জন্ম জয়ন্তী পালন কংগ্রেস ভবনে

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যথাযত মর্য্যাদায় বাবা সাহেব ডঃ ভিমরাও আম্বেদকরের জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়েছে।উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন শ্রী সাহা বলেন, ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। আজীবন তিনি সমাজে পিছিয়ে পড়া বর্গদের জন্য লড়াই করেছিলেন। তাঁদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার গুরু দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন। বাবা সাহেব দেশে সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন এবং দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নতুন প্রজন্মরা সকলেই তাঁর আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে থাকবে। এদিন তিনি আরও বলেন, সমাজ থেকে বৈষম্য ও অন্যায় দূরীকরণ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বাবা সাহেব তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas